বসন্তকুমারী নাটক।

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা"—

মীর মশার্‌রফ হোসেন প্রণীত।

আইনদ্দীন বিশ্বাস দ্বারা প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

ময়মনসিংহ।

চারুযন্ত্রে—ম্যানেজার শ্রীউমাকান্ত রক্ষিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৪ সাল।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আমার অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী প্রস্ফুটিত হইল। বাসন্তী সুসৌরভ এ কুসুমে বিদ্যমান আছে কি না, নিজে আমি সেটি জানি না। শ্রবণেন্দ্রিয় বিহীন শ্রবণের, দর্শনেন্দ্রিয়-বিহীন দর্শনের, আর ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বিহীন ঘ্রাণের স্বভাব সিদ্ধ গৌরব অবগত হয় না। সাহিত্য অবয়বে আমিও সেইরূপ স্বভাবের দৈহিক গৌরবে অন্ধ,————বিমূঢ়!

নাট্য প্রিয় সাহিত্য বন্ধুগণ আমার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ করুণা বিতরণ করিয়া এই অভিনব নাটকের কুসুমিতা নায়িকা বসন্তকুমারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একবার সস্নেহ কটাক্ষপাত করিলে, পরম কৃতার্থ হইব। নাটক রচনায় এই আমার প্রথম উদ্যম; ইহাতে নানাদোষ সম্ভাব অবশ্যম্ভাবী; যে সকল দোষ আর যে সকল ভ্রম থাকিল, অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিয়া উৎসাহ দান করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করি; মদীয় অকপট প্রিয় মিত্র সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত মৌলবী বজলাল করিম * সাহেবের উৎসাহে আমি এই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হই। কৃত কার্য্য হইলাম কি না, সাধারণ সাহিত্য সমাজের বিচার্য্য।

মীর মশাররফ হোসেন।

কুষ্টিয়া

লাহিনী পাড়া।

১৫ই মাঘ ১২৭৯।

---

* এইক্ষণ ডিপুটি মাজিষ্টার।

উপহার।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর *

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

মহামহিম মিত্র!

আপনি আমাদের সমাজের একটি রত্ন। বিশেষতঃ আমার প্রতি আপনার অকপট স্নেহ। বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আপনি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করেন। স্নেহ আর অনুরাগের বশম্বদ হইয়া আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ইন্দ্রপুর-রাজ কুমারী এই বসন্ত-কুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনার উদার চিত্ততা, মিত্রানুরাগিতা এবং সাধারণ সমাজানুরাগিতায় বিশেষ যত্ন দেখিয়া আমি এই বহু যত্ন প্রসূত বসন্ত কুসুম-কলিকা বসন্তকুমারিকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। সাহিত্য উদ্যানে বিচরণ করিবার ফল স্বরূপ এই আমার একটি নব-কুসুম। প্রত্যাশা করি, এই কুমারীকে সস্নেহ নয়নে দর্শন করিয়া সযত্নে রক্ষা করিবেন।

ভবদীয় স্নেহ পাত্র

চিরকৃতজ্ঞ

মীর মশাররফ হোসেন

---

* এইক্ষণ নবাব এবং সি আই ই।

নাটকোক্ত নর-নারীগণ।

পুরুষ।

বীরেন্দ্রসিংহ	... ...	ইন্দ্রপুরের রাজা।
নরেন্দ্রসিংহ	... ...	রাজপুত্র।
বৈশম্পায়ন	... ...	রাজমন্ত্রী।
প্রিয়ম্বদ	... ...	বিদূষক।
শরৎকুমার	... ...	রাজপুত্রের সহচর।
বিজয় সিংহ	... ...	ভোজ পুরাধিপতি।

স্বয়ম্বর সভায় মিলিত রাজগণ, কঞ্চুকী,
প্রতিহারী, নগরপাল, প্রজাগণ,
ভৃত্য প্রভৃতি।

রমণী।

রেবতী	... ...	ইন্দ্রপুরের রাণী।
বসন্তকুমারী	... ...	ভোজপুরের রাজকন্যা।
বিমলা, সরলা	... ...	প্রতিবাসিনীদ্বয়।
মেঘমালা	... ...	বসন্তকুমারীর সহচর।
মালতী	... ...	রেবতীর সহচর।

বসন্তকুমারী নাটক।

প্রস্তাবনা।

(নটের প্রবেশ।)

নট।—(স্বগত) আহা! কি অপূর্ব্ব সভা! এ সভার শোভা নয়নগোচর কোরে আমার অন্তঃরাত্মা যেন সন্তোষ—সাগরে সন্তরণ দিচ্ছে। অদ্য আমার জনম সফল হলো। নয়ন চরিতার্থ হলো। এই ক্ষুদ্রায়তন স্থানে বহুগুণ সম্পন্ন গণনীয় মহোদয়গণের আগমনে কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে, স্থানটি কি মনোহর রূপই ধারণ কোরেছে। চমৎকার শ্রেণী—বদ্ধ দীপমালা যেন অসংখ্য তারকামালার ন্যায় শূন্য থেকেই সভাতলস্থ অন্ধকার একেবারে

হরণ কোরেছে। কিন্তু এক চন্দ্রের নিকট যখন গগণস্থ অগণনীয় তারকাশ্রেণী দীপ্তি পায় না, তখন দীপ মালা যে, এই উপস্থিত মহাত্মাগ-ণের মুখচন্দ্রমার কাছে মলিনভাব ধারণ কোরবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি ? তবে প্রিয়-সীকে ডেকে দেখি, যদি কিছু উজ্জ্বল কোরতে পারি।

(নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ে! যদি বেশ বিন্যাস হয়ে থাকে, তবে একবার এদিকে এসে সভাতল সমুজ্জ্বল কর।

(নটীর প্রবেশ।)

নটী।—নাথ আমারে আবার কেন ডাকলেন ?

নট।—প্রিয়ে দেখ দেখি, কেমন চমৎকার সভা হয়েছে, ইন্দ্ররাজের দেব সভার শোভাও এসভার শোভায় পরাজয় হয়েছে। তবে অনর্থক বাক্-চাতুরীতে সময় নষ্ট না কোরে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ দ্বারা উপস্থিত মহোদয়গণের চিত্ত রঞ্জন কর।

নটী।—নাথ আপনি ত আমোদ প্রমোদ নিয়েই আছেন। তা যা হক্ আমায় কি কোরতে হবে, আজ্ঞা করুন।

নট।—আজ কাল ভদ্র সমাজে নাটকের অভিনয় প্রধান আমোদ বলে গণ্য হয়েছে। অতএব প্রিয়ে! তোমায় আজ একটী নূতন নাট্যাভিনয় কোরতে হবে।

নটী।—আজ কাল নব্য সমাজে নাটকের সমাদর হয়েছে বটে, কিন্তু এই সকল বিজ্ঞজন মণ্ডিত সভায় নাট্যাভিনয় করা সহজ কথা নয়।

নট।—তাতে ভয় কি! গুণিগণ কি মুর্খ জনের দোষ গ্রহণ করেন? তোমার এত ভয় কি? তুমি এক খানা নাটক মনোনীত কর, আমরা অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

নটী।—নাথ! আপনিই মনোনীত করুন। আপনি উপস্থিত থাক্‌তে কি আমি অগ্রে কোন কথা বোলতে পারি?

নট।—(কিঞ্চিত নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিছু দিন হলো শুনেছি বসন্তকুমারী নামে এক খানি নাটক প্রকাশ হয়েছে, অদ্য তারই অভিনয় করা যাক।

নটী।—বসন্তকুমারী!!! কার রচিত?

নট।—কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশারফ হোসেন রচিত।

নটী।—ছি ছি!! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন।

নট।—কেন ? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্তহলো?

নটী।—তা নয়, এইসভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয় ? হাজার হোক্ মুসলমান।

নট।—অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্ব্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।

নটী।—নাথ। ক্ষমা করবেন। আপনার আজ্ঞা আমার শির ধার্য্য। কিন্তু বসন্তকুমারী নাটকের অভিনয় কোরে শেষে মনস্তাপ পাবেন, গঞ্জনার ভাগী হবেন। সভাস্থ মহোদয়গণের চিত্ত রঞ্জন করা দূরে থাক্ বরং তাঁদের বিরক্তিই হবে।

নট।—প্রিয়ে মনরঞ্জন না কোরতে পারি, রহস্য ত হবে ? সে—ও—এক আমোদ। তুমি আর বিলম্ব কোর না। একটি গান গেয়ে অভিনয় আরম্ভ কোরে দাও।

নটী।—সে কি নাথ! আমি স্ত্রী লোক, এই সভার মাঝ খানে গাত গাবো ?

নট।—তাতে লজ্জা কি ?

নটী।—আপনি তা বোলবেন বটে, কিন্তু আমিতা পারি না। আমার ভারি লজ্জা।

নট।—(হাস্য করিয়া) দেখ প্রিয়ে। এটি তোমাদের স্বভাব। পারো সব, করো সব, কেবল লোকে বোল্লেই লজ্জা জানাও।

নটী।—(ঈষৎ হাস্যমুখে লজ্জিত ভাবে) আচ্ছা আপনি বোল্‌চেন তবে গাই।

গীত।

বসন্ত বাহার——আড়া।

ফুটিল বসন্ত ফুল মোহন কাননে। (সই।)
দহিছে বিরহী প্রাণ বিচ্ছেদ দহনে॥
পিক বঁধু শাখী পরে,
কুহকে পঞ্চম স্বরে,
শুনে প্রাণ হু হু করে,
বিয়োগী মরে জীবনে।
ফুলশরে ফুলবান,
হানিতেছে পঞ্চবান,
ঋতুরাজ বধে প্রাণ,
প্রমোদিত উপবনে।
এবসন্তে কান্তা হারা,
আঁখি ঝরে তারা কারা,
কোথারে নয়ন তারা,
সতত বলে বদনে॥

নট।—বেশ বেশ! প্রিয়ে তোমার সুকণ্ঠ বিনির্গত তান লয় যুক্ত সঙ্গীত শ্রবণে বোধ হয়, সকলেই মোহিত হয়েছেন।

(নেপথ্যে সভাভঙ্গ বাদ্য)

প্রিয়ে।—শুন্‌ছ, রাজা বীরেন্দ্র সিংহের সভা ভঙ্গ হলো। চল আমরা যাই

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম রঙ্গভূমি।

ইন্দ্রপুর,—রাজা বীরেন্দ্রসিংহের বহিস্থ শয়ন মন্দির ;—
রাজা আসিন।

রাজা।—(স্বগত) মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে, কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, মন্ত্রীইবা এখনো কেন আস্‌ছেন না, প্রতিহারীও ত অনেক্ষণ গিয়েছে। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া নিকটস্থ পর্য্যাঙ্কে শয়ন ও বিবিধ চিন্তা।) (প্রিয়ম্বদের প্রবেশ।)

প্রিয়।—(গ্রীবা উন্নত করিয়া মহারাজের আপাদ মস্তক দৃষ্টি এবং স্বগত) মহারাজ ত ঘুমিয়েছেন, এই অবসরে রাজ বিছানায় বোসে মনের সাধ-টা মিটিয়ে নিই। (অহঙ্কারের সহিৎ উপবেশন) বা বা ! কি নরম। বালিসে টেক দিলে, মন আর কিছুই চায় না, কি সুখ (দক্ষিণ বামে ফিরিয়া) উহ্ কি মজা ; সাধে কি বড় লোকে বালিস নিয়ে গড়াগড়ী যায়। রাজ তক্তে বসিলে মনের গতিও ফিরে যায়। এখন দেই হুকুম। মারি গর্দ্দান।

না না এই সোণার নলে টান দিয়ে বরাদ্দটা বুঝি। ডাবা, ফরসী, গুড়গুড়ী, সেত আছেই এর ভিতরের মার পেঁচ টা কি? মরি আর বাঁচি এ সোণার হুঁকয় একটান দিবই দিব (নল হাতে করিয়া টানিতেই।)

রাজা।—বয়স্য! ও কি কর?

প্রিয়।—(চমকিত হইয়া বিছানা ছাড়িয়া গড়াইয়া দূরে যাইয়া জোড় হাতে) না—না মাহারাজ! বিছানায় কেমন সোণা রূপার কাজ, তাই দেখ্‌ছিলুম।

রাজা।—অহে! আজ কাল চোলছে কেমন?

প্রিয়।—(একটু সরিয়া গিয়া) চোলবে কি? বলব কি? মহারাজ করবো কি? যা তাই। সেই ফাক্ ফাক্। তবে আপনি যদি পুনরায় বিবাহ কোত্তেন, তাহলে এক রকম,—জান্‌তেই পাচ্ছেন, আপনি ত আর সে নামটীও কোরবেন না। দেখুন, কেমন সুখ। এইত, এই বিছানায় একা শুয়ে কেবল মনে মনে সাত সাগরের ঢেউ গুণছেন। আমার যদি ক্ষমতা থাক্‌তো, তবে দেখ্‌তেন, শর্ম্মারাম কখনো গৃহ শূন্য হতো না—কখনই হতেন্ না।—মুহূর্ত্ত কালের জন্য ও ঘর খালি থাক্‌তো না। একযেতো, আর

আস্‌তো। মহারাজ! যে ঘরে স্ত্রীলোক নাই, সে ঘরে লক্ষ্মী নাই; সে ঘর নরক বোল্লেও হয়, শ্মশান বল্লেও হয়।(পশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ! চোল্‌লেম। আর বসা হলো না।

রাজা।—কেন? এত ব্যস্ত কেন? কথা শেষ হলো-নাযে?

প্রিয়।—(গাত্রোত্থান করিয়া বিরক্তিভাবে) আর থাকৃতে পাল্লেত শেষ হবে? ঐ দেখুন, ও বেটার মুখ দেখলেই আমার প্রাণ উড়ে যায়। যাই মহারাজ!

(বেগে প্রস্থান।)

(মন্ত্রী বৈশম্পায়ন এবং প্রতিহারীর প্রবেশ ও অভিবাদন।)

বৈশ—(করযোড়ে দণ্ডায়মান)

রাজা।—মন্ত্রিবর! রাজ্যের সমস্ত কুশল ত?

বৈশ।—মহারাজ! সর্ব্বাংশেই মঙ্গল। জয়পুর-অধিপতি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে যে মস্তক উত্তোলন কোরেছিলেন, তিনিও এক্ষণে যোড়করে কর প্রদানে বাধ্য হয়েছেন। অন্য রাজারা বিনা যুদ্ধেই অধীনতা স্বীকার কোরেছেন। প্রজারাও মহা সুখে আছে। মহামারী, জল প্লাবন, দুর্ভিক্ষ এ সকল নামও শুনা যায় না। সুবৃষ্টি হওয়ায় সশ্যও অপর্য্যাপ্ত জন্মেছে, প্রজাদের পরস্পর

দ্বেষ হিংসা বিবাদ বিসম্বাদ কিছুই নাই, দস্যু দল আর হিংস্র জন্তুগণ রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, প্রজাগণ এখন নিশাকালেও নির্ভয়ে বিমুক্ত দ্বারে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। কোন বিষয়েই রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা নাই।

রাজা।—রাজ্যের শুভ সমাচার শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। মন্ত্রিবর! আমি মনে মনে একটি সংকল্প কোরেছি, এতে আপনার কি অভিপ্রায়। দেখুন, আমার ত এই শেষ দশা, ভগবান্ কোন্ সময়ে কি ঘটান, কে বোলতে পারে। রাণীর লোকান্তর হওয়াবধি সর্ব্বদাই দুঃখিত মনে কাল কাটাচ্চি, বলতে কি তিলার্দ্ধ কালের জন্য ও আমি সুখী নই। বল বীর্য্য সাহস অনেক লাঘব হয়েছে, দিন দিন যেন, ক্ষীণ ও বলহীন হয়ে আস্‌ছি। কুমার নরেন্দ্র এক্ষণে পূর্ণ বয়স্ক, বিদ্যা বুদ্ধিতেও বিশারদ, হয়েছেন। আমার ইচ্ছা যে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কোরে আমি রাজ কার্য্য থেকে একেবারে অবসর লই এতে আপনার মত কি?

বৈশ।—(যোড় করে) মহারাজ! এ অতি সৎ পরামর্শ। যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার যেমন শান্ত প্রকৃতি, তেমনি দয়ার্দ্রচিত্ত, বিদ্যা বুদ্ধিতেও

বিচক্ষণ, বলবীর্য্য, সাহস, পরাক্রমে ও অদ্বিতীয়, স্বধর্ম্মে ও অচলা ভক্তি। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন, এটী আমার একান্ত মত। প্রজারাও তাতে সুখী হবে। যুবরাজ প্রজা রঞ্জন কোরে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কোরবেন, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যৌবন কাল অতি ভয়ানক কাল। আমি মনেও করি না যে, দুর্জ্জয় রিপু দল তাঁকে পরাজয় কোরবে, তবু কি জানি, এই বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে চাটুকা দলের কুমন্ত্রণায় কোন অসঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত হলে পরিণামে কলঙ্কের ভাজন হতে পারেন, তখন আপনি ও অনুতাপ কোরবেন, তিনি ও দুর্নামের ভাগী হবেন। আমি জানি বটে, অন্য অন্য কার্য্যে চাটুকা দল তাঁর সৎপ্রবৃত্তিকে কোন মতেই অসৎ—পথের অনুবর্ত্তী কোরতে পারবে না, কিন্তু ভূপতিগণের—ভূপতিগণের কেন,—মনুষ্য মাত্রেরই প্রধানশত্রু কাম রিপু। ঐ ভয়ানক শত্রুর দ্বারা জগতে কেন, সুর লোকেও কত কত কাণ্ড সংঘটন হয়েছে। দেখুন, সেই ভয়ানক শত্রু দমনে অক্ষম হয়ে সুরপতি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ কোরে কেমন দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি-লেন।—কেবল এই অদমনীয় রিপুর ছলনায়

লঙ্কাধিপতি দশানন সবংশে বিনাশ হয়েছেন। এ সকল তো মহারাজের অবিদিত নাই।

রাজা।—আপনি কি বিবেচনা করেন ?

বৈশ।—মহারাজ। অগ্রে যুবরাজকে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করুন, শেষে রাজ্যাভিষিক্ত কোরবেন।

রাজা।—উত্তম যুক্তি বটে। অগ্রে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কুমার এক্ষণে কোথায় ?

বৈশ।—দ্রাবিড় থেকে যে বিচক্ষণ পণ্ডিত রাজ ধানীতে আগমন কোরেছেন, তারই সঙ্গে শাস্ত্রের তর্ক বিতর্ক কচ্ছেন। দেখে এসেছি।

(যুব রাজের প্রবেশ)

নরেন্দ্র।—(প্রণাম করিয়া যোড় করে) পিতঃ! আজ আমার মৃগয়ায় যেতে বাসনা হয়েছে,—অনুমতি হলে মন্দুরা থেকে অশ্ব আর আর জন কতক পদাতিক সৈন্য লয়ে মৃগয়ায় গমন করি।

রাজা।—বৎস! তুমি মৃগয়ায় যাবে মাতঙ্গ তুরঙ্গ সৈন্য সামন্ত অস্ত্র শস্ত্র যা ইচ্ছা লয়ে যাও, এতে আমার আদেশের অপেক্ষা কি ?

যুবরাজ।—(প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

মন্ত্রি।—মহারাজ! তবে রাজকুমারের বিবাহের নিমিত্ত পাত্রী অন্বেষণে ভাট পাঠানো কর্ত্তব্য।

রাজা।—তা তো পাঠাবেই। আর আজ থেকে বিবাহের আয়োজন ও কর।

(রাজা মন্ত্রী এবং তৎ পশ্চাৎ প্রতিহারীর প্রস্থান)

দ্বিতীয় রঙ্গ ভূমি।

পুষ্পোদ্যান।

(রাজা ও প্রিয়ম্বদের প্রবেশ।

প্রিয়।—মহারাজ আপনি যে শত শত টাকা ব্যয় কোরে এই সকল ফুল গাছ ভিন্ন দেশ থেকে এনে নন্দন কাননের চেয়েও সাজিয়েছেন, এতে লাভ কি ?

রাজা।—এতে যে কি লাভ, তা তুমি বুঝবে কি ? মনোরম পুষ্পে নয়নের প্রীতি সাধন, চিত্তের সন্তোষ সাধন, আর সুবাসে হৃদয়ে আনন্দ জন্মে। এর চেয়ে লাভ আর কি আছে ?

প্রিয়।—(পদচারণ করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া) মহারাজ ! ওকথা শুনলেম না, ও কোন কথাই নয়। ও শুনবার যোগ্য কথা নয়। ফুল দেখলে মন খুসী হয় এও কি একটা কথা ! কোথায় ফুল, আর কোথায় মন। সম্বন্ধও ভারি। কি মজার কথা, ছোব না, খাব না, দেখেই খুসী এমন মনকে আর কি বলব মহারাজ ! মহারাজ ! পেট ভরে আহারটি না করলে হাজার সোঁক,

হাজার দেখো, কিছুতেই মন খুসী নন। (উদরে হাত দিয়া) দেখুন, এই উদর এই অর্থ ভাণ্ডার, ইনি পূর্ণ থাক্‌লে ফুল না স্থঁক্‌লেও মন খুসী হয়; চক্ষুর প্রীতি—জন্মে তবে রাজা রাজড়ার মন কেমন বলতে পারি না। তা যাই বলুন মহারাজ! ওসকল ফুল গাছের চেয়ে আঁম কাঠাল নারিকেল, জাম, জামরুল, পিচ, নিচু আর সাক কচুর গাছ হলে, বড় আনন্দের বিষয় হত। আহা! যদি সেই সকল গাছই থাক্‌তো তাহলে কি? শর্ম্মারাম রুক্ষ পেটে খালি হাতে ফিরে যান্। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

(পুনঃরায় কোকিলের স্বর)

রাজা।—ওহে! সে সকল গাছও ত আছে।

প্রিয়।—আছে ত বটে, কিন্তু কাজে পাই কৈ? এ বাগানে যেমন প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় এসে পড়েন, সেও ত আপনারই বাগান, কৈ জন্মাবচ্ছিন্নে ত এক দিনও পদার্পণ কর্‌তে দেখ্‌লুম না। তা সেখানে যাবেন কেন, ফুল গাছেই যে আপনারে খেয়েছে।

রাজা।—বয়স্য! দেখ দেখি, এই বসন্তকালে উদ্যানস্থ সরোবরে কমলমালা কেমন ভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত হয়ে নয়নের প্রীতি সাধন কর্‌ছে। পুষ্পের মধু গন্ধে উদ্যান কেমন আমোদিত হয়েছে

(নিকটস্থ সিমূল বৃক্ষ হইতে কোকিলের স্বর)

প্রিয়।—(চমকিত) ওকি ডাকে ? মহারাজ! ও কি ?—

রাজা।—(ঈষৎহাস্য করিয়া) আরে ভয় কি ? ও যে কোকিল। বসন্ত কালের কোকিলের ডাক কি তুমি শুন নাই ?

প্রিয়।—(নিতান্ত আগ্রহে) মহারাজ! অনুগ্রহ করে যে গাছে ডাক্‌ছে, সেই গাছটী আর সেই পাখীটি আমায় চিনিয়ে দিন।

রাজা।—(অঙ্গুলির দ্বারা দর্শান) ঐ দেখ, শিমূল বৃক্ষ দেখছ, যার পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়ে লোহিতবর্ণ সূর্য্যকেও লজ্জা দিচ্ছে, সেই বৃক্ষের দক্ষিণ শাখায় বসে পাখীটি ডাক্‌ছে। দেখেছ ?

প্রিয়।—(আনন্দে-রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া)—দেখেচি দেখেচি, ও ত এদেশী কাগ মহারাজ।

রাজা।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) কাকই বটে ! তোমাকে সাক্ষাৎ-বাচস্পতি বোল্লেই হয়। যা হোক্ ফল ফুলে সমস্ত বৃক্ষ কেমন মানিয়েছে। বসন্ত কালটি কি মনোহর !

প্রিয়।—মহারাজ! এইসব দেখে আমারও মন যেন খুসী-হলো। আমি আর থাক্‌তে পারি না অনুমতি করেন ত একটা গান গাই।

রাজা।—আচ্ছা। তাতে আর আপত্তি কি ?

প্রিয়।—(গানারম্ভ)—

রাগিণী জংলা,—তালজৎ।

কোথায় রহিল আমার সে যতনের ধনরে।

যার লাগি ঘর ছাড়ি———

যার লাগি ঘর ছাড়ি———

———তারে নারে নারেরে।

মনেহলোনা। পেটে কিছুনাই ছাই মনে হবে কি ?

———সে যতনের ধনরে।

যারলাগি ঘর ছাড়ি,——

রাজা।—হে নটবর ব্যাপ্যার কি ?

প্রিয়।—কৈ কিছু নয় :—

যারলাগি ঘর ছাড়ি কোথায় না যাইরে ॥

হেরিয়ে কুসুম বন, মন হল উচাটন,

কোকিলের স্বরে প্রাণ, আর———

মহারাজ।—অনেক্ষণ পর্য্যন্ত উদর খালি রয়েছেন, এতে কি আর গান মনে হয়, ক্ষুধাহলে কথা আড়িয়ে যায় তায় আবার গান——

রাজা।—না—না বেশ গেয়েছ। অতি উত্তম হয়েছে— চমৎকার গান গেয়েছ।

প্রিয়।—আমিত ভালই গেয়েছি আপনি এর অর্থ বুঝেছেন ?

রাজা।—বুঝবোনা কেন ?

প্রিয়।—না, আপনি কখনই বুঝতে পারেন নি, যদি এর অর্থ বুঝতেন, তাহলে কি আর এই সুখ সময়ে স্ত্রী বিহীন হয়ে একা থাক্‌তেন ? আমি প্রায় বৎসরাবধি বল্‌ছি যে, মহারাজ বিয়ে করুন —বিয়ে করুন। আপনিও সুখী হবেন, শর্ম্মাও পেট টি পূরে আহারটি কর্‌বেন।

রাজা।—তুমি পাগল হয়েছ। আমার কি আর এখন বিবাহের সময় আছে। নরেন্দ্র পূর্ণ বয়স্ক হয়েছেন, তারই বিবাহ দিতে মনস্থ করেছি। এতেই তো তোমার আহারের যোগাড় হচ্ছে।

প্রিয়।—সেত গড়ানই রয়েছে। ছেলে থাক্‌লেই বিয়ে দিতে হয়। দশ জনার আশীর্ব্বাদও লইতে হয় আপনি বিয়ে কল্লে ছাইমনেও হয় না। একেবারে ছক্কা পঞ্জা মেরে নিতুম। রাজ-বিয়ে খেতে খেতেই যুবরাজের বিয়ের পালা আস্‌তো।

রাজা।—না হে, আর বিবাহ কোর্‌তে বাসনা নাই। এই বয়সে বিবাহ কোল্লে দেশ শুদ্ধ লোকে আমায় নিন্দা কোর্‌বে।

প্রিয়।—ফেলে রাখুন নিন্দে-কার নিন্দে কার কাছে। আপনি বাঁচলে—বাপ মায়ের নাম—লোকের নিন্দায় কি হয়। নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিতে কতক্ষণ লাগে। আজ কাল যথার্থ বাদী উচিত

বক্তা কে আছে মহারাজ ? যিনি একটু মাথা তুলবেন, রাজবিধি খাটাতে হবে না শাসন দণ্ডের সাহায্য লইতে হবে না। সেই খেউ খেউ হেউ হেউ রবের সঙ্গে ২ কিছু রসাল গোচের (দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া) ফেলে দিলেই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। সে ভার শর্মার——

রাজা।—তাত মান্‌লেম। বয়সের কি ? এ বয়েসে কি আর বিবাহ সাজে ?

প্রিয়।—সে কি মহারাজ ? বলেন কি ? কিসের বয়েস ! আপনার চুল পেকেছে ? কৈ ? আমি ত একটিও পাকা দেখ্‌তে পাই না। একটিও তো কাল হয় নাই। যেমন শাদা, তেমনি ধব ধব কোরছে; তবে আপনি বিয়ে কোরবেন না কেন ? কিসের বয়েস ? আপনার যে বয়েস, এরচেয়ে কত অধিক বয়েসে কত শত লোকে বিয়ে কোরে বংশ রক্ষা কোরেছে। সামান্য কথায় বলে থাকে যে, স্ত্রী মলে ঘর শূন্য হয়। আপনার কোটা ঘর বলে কি আর শূন্য হবে না ? আমি যোড় হাতে বোলছি মহারাজ বিয়ে করুন। ‘আপনিওসুখী হবেন, গরিব বামুণের ছেলেও পেট ভরে খেতে পাবে।

রাজা।—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওহে মনেকর যেন আমার

বিবাহ কোর্ত্তে ইচ্ছাই হলো, উপযুক্ত পাত্রী কোথা পাব ?

প্রিয়।—মহারাজ। কি কথাই বল্লেন। হাঁসী রাখ্‌বার স্থান আর নাই। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে নাথাক্‌লে বুদ্ধিরও স্থির থাকে না। মহারাজ যত্ন কল্লে কিনা হয় ? যত্ন কোরে লোকে ! সাগর থেকেও মাণিক মুক্তা তোলে, আর একটা মেয়ে পাওয়া যাবে না ? এত তুচ্ছ কথা। আর মহারাজ, চির কালটা রাজা রাজড়ার সহবাসেই কাটা-লেম, আগা গোড়া বেঁধে বড় লোকের কাছে কথা বোলতে হয়, তা আমি বেস জানি। শর্ম্মা কি তার যোগাড় না কোরেই প্রকাশ করেছেন ?

রাজা।—কি রকম যোগাড় ?

প্রিয়।—মহারাজ! অভাব কি ? আপনার যে রাণী মরে গেছেন, অবিকল সেই রকম মেয়ে পাওয়া গেছে বরং তারচেয়ে সরস বৈ নিরস হবে না।

রাজা।—তবু কোথায় ?

প্রিয়।—মহারাজ ! মনেপড়ে ? সেই আপনি একদিন নগর ভ্রমণে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছি-লেন, স্মরণ হয় ? আমি কত কৌশলে আপ নারে দেখিয়েছিলুম। আপনি অনেক্ষণ পর্য্যন্ত

স্থির ভাবে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বোল্লেন, এই কমলটি প্রস্ফুটিত হয়ে যে মহাত্মার হস্তে পোড়বে তিনিই জগতে সুখী, তারই জীবন সার্থক। মনে পড়ে ?—ঐ যে—

রাজা।—হাঁ হাঁ, মনে হয়েছে। সে কি রকমে হবে ?

প্রিয়।—হা! হা! কিরকমে হবে এই বুদ্ধিটুকু এখন রাজ রাজেশ্বরের মাথায় নাই। হায়রে গৃহ লক্ষ্মী মহারাজ! আপনি অনুমতি কোল্লে আবার হবেনা, অধীনেথেকে তার এত বড় ক্ষমতা যে, মহারাজের সঙ্গে বিয়ে দেবে না ?

রাজা।—মহারাজ হলে কিহবে ? তার বয়স অতি অল্প, তার মা বাপ স্বীকার হবে কেন ?

প্রিয়।—মহারাজ বুঝেছি। আর বল্‌তে হবেনা, মাতৃ পিতৃ বিয়োগে আজীবন দুর্দ্দশা—রাজ মস্তক স্ত্রী বিয়োগ ভারে অবনত। বুদ্ধির বিপর্য্যয়। হায়রে লক্ষ্মী! হায়রে গৃহ লক্ষ্মী! গৃহ ভূষণ। কি পরিতাপ কি পরিতাপ রাজা বীরেন্দ্র সিংহের মতিভ্রম। মহারাজ! আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবেনা বলেন কি ? প্রস্তাব মাত্রে সম্মত। যদি না হয় তবে গলার এ সাদা সুত আর গলায় রাখ্‌বোনা ছিড়ে অগ্নি দেবে উপহার দিয়া যা ইচ্ছা তাই করবো।

রাজা।—তবে তুমিই কেন ঘটকালী করনা? ঘটকালী পাবে।

প্রিয়।—(হাস্য মুখে) মহারাজ! আমি কিছুই চাইনা আমি আপনার (পেটে হাত দিয়া) এই হলেই হয়।

রাজা।—আচ্ছা তাই হবে।

প্রিয়।—তবে শর্ম্মারায় চল্লেন।

(প্রস্থান)

রাজা।—(স্বগত) যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে। এদিকে প্রিয়ম্বদ ও আয়োজনে প্রবর্ত্ত হল। কি করি যদি প্রিয়ম্বদ কৃতকার্য্যই হয়; তবে বিশেষ গোপনে এ কার্য্য সম্পন্নকরা চাই এবয়সে আর লোক জানা জানি করে আবশ্যক নাই। যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হতে হতে যদি এদিকে ঘটে যায়, তাতেইবা এমন ক্ষতি কি? দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, কার মেয়ে তার জীবনে ভার হয়েছে যে দেখে শুনে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে।—কপালে কি আছে বলা যায়না।

(প্রস্থান)

তৃতীয় রঙ্গ ভূমি।

ভোজপুর—বসন্তকুমারীর—বাসগৃহ।

বসন্তকুমারী।—(শয্যা হইতে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে২) হায়! কোথা গেল? এত কথা এত ভালবাসা এত প্রেম, শেষে সকলি ফাঁকি। শুধু ফাঁকি নয়—প্রাণ মারিয়া ফাঁকি। কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! না—না তাই বা বলি কিসে? ধর্ম্মসাক্ষী করে কণ্ঠহার বদল হয়েছে, (হারের প্রতি চাহিয়া) একি? কি সর্ব্বনাশ! এ কার হার? এ হার কার? এযে আমারই হার। কথা কি? হায়! হায় এর অর্থ কি? না না আমি দেখিলাম কি? একি স্বপ্ন? না না তাই বা কি করে হয়। আমি স্বহস্তে তাঁর গলায় হার পরাইয়াছি। তিনিও তাঁর গলার হার খুলে আমার গলায় পরিয়েছেন। সে হারকৈ? এযে আমারই হার। (কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া) এই যে আমারই হার আমার গলায় এ হার কেন? তবে কি যথার্থই স্বপ্ন-- না চিত্তবিকার। অসম্ভব। সম্পূর্ণ অসম্ভব! আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম না। আমার চক্ষুও বন্দ ছিল

না। আমি স্পষ্ট দেখেছি, কথা বলেছি, কথা শুনেছি; কাছে বসেছি, স্বপ্নে কি এত কথা হয়, এত ভাল বাসা জন্মে, আর এত ভাল দেখায়। হা। নাথ। কোথা গেলে?

(বসন্ত কুমারীর পশ্চাদ দিকের দ্বার দিয়া মালার প্রবেশ এবং নিঃশব্দে দণ্ডায়মান)

হায় হায়! এত কথা সকলি মিছে হলো। সত্য সত্যই কি স্বপ্ন? (কণ্ঠ হার দূরে নিক্ষেপ) এ হার আর গলায় পরবোনা, না তা হবে না হার আমার যতনের, এ হার আমার আদরের, যে পবিত্র গলায় উঠেছিল, স্পর্শ গুণে হারও পবিত্র হয়েছে, এ হার আজীবন আদরে গলায় রাখব। (হার আনিয়া পুনরায় কণ্ঠে ধারণ এবং পূর্ব্ববৎ উপবেশন) আমার এ কি হলো! আর সহ্য হয়না। কেন হৃদয়ে আঘাত লাগে? কেন প্রাণ কাঁন্দিয়া উঠে। একি জ্বালা। হায়! হায়! কেন চক্ষু— (অধোবদনে চিন্তা এবং মেঘ মালা অতি সাবধানে বসন্তকুমারীর পশ্চাদ হইতে যাইয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ)

বসন্ত।— (চমকিত ভাবে) আর কেন জ্বালাও দুখানি পায় ধরি, অবলা, বালা, অন্তরে আর আঘাত দিওনা।—নাথ! আমি বালিকা, এ চাতুরির

মর্ম্ম আমি কি বুঝ্ব। (মেঘমালা বসন্ত-কুমারীর চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে আগমন বসন্ত-কুমামারী—রোষ ক্রোধ, অভিমান, দুঃখ লজ্জায় অধোবদনে চিন্তা)

মেঘমালা।—(নিকটে বসিয়া)

ও সখি কেন২ অধোবদনে।
কি কথা হল কার ই সনে॥
ছল ছল দুটী আঁখি,
ভাবিছ কি বিধুমুখী,
বল, বলো, প্রাণ সখী।
কি আছে মনে॥

(চিবুক ধরিয়া) ও সখি কেন কেন অধঃ বদনে। কি হয়েছে? সৈ তোমার দুখানি পায় ধরি, বল কি হয়েছে। (পায় ধরিতে উদ্যত)

বসন্ত।—আমার কিছু হয় নাই। আমি তোমার পায় ধরি, তুমি আমার মাথা খাও, আমাকে বিরক্ত করো না।

মেঘ।—কি বিরক্ত কল্লুম ভাই? বিরক্তের মধ্যে একটি সামান্য গান গেয়েছি। আর এই কাছে বসে জিজ্ঞাসা কর্ছি, কি হয়েছে? এতেই কি বিরক্ত করা হলো?

বসন্ত।—(বিরক্তির সহিত) আমি তোমার গান

শুন্‌তে ইচ্ছা করিনা। কথা শুন্‌তেও ভাল বাসি না। তোমার পায় ধরি তুমি আমাকে ক্ষমা কর —রক্ষা কর।

(পুর রক্ষিণী প্রবেশ এবং রাজকুমারীকে
অভিবাদন করিয়া যোড় করে)—

মহারাজ! আপনাকে দেখ্‌তে আসছেন।

বসন্ত।—আস্‌ছেন ভালই।

(রাজা বিজয়সিংহের প্রবেশ এবং
পূর রক্ষিণীর প্রস্থান।)
বসন্তকুমারী মেঘমালা উভয়ে শশ ব্যস্তে
উঠিয়া রাজচরণ বন্দন এবং
নত শিরে দণ্ডায়মান)

রাজা।—(বসন্তকুমারীর প্রতি) মা! আমি তোমার দাসীর মুখে শুন্‌লেম, কি অসুখ হয়েছে মা?

বসন্ত।—(মৃদু স্বরে) আমার কোন অসুখ হয় নাই।

মেঘমালা।—(নম্রভাবে) অসুখ হয় নাই কি কথা? যা কখনও দেখি নাই তাই দেখ্‌ছি, একি অসুখ নয়?

রাজা।—(মেঘমালার প্রতি চাহিয়া) মা! তুমি কি দেখ্‌ছ? অসুখের কি লক্ষণ দেখ্‌লে মা?

মেঘমালা।—আপনি সখির, মুখের ভাব, কথার আভাষ, চক্ষের চাউনি দেখে কি বুঝতে পাচ্ছেন না। আমার কথায় বিরক্ত, আমাকে

মনেরবলি ? একি দেখ্‌তে অনিচ্ছা—ইহাতে কি বলি ? একি মনের বিকার নয় ? একি অসুখের লক্ষণ নয় ? বিপদের আশঙ্কা নয় ?

রাজা।—(বসন্তকুমারীর আপাদ-মস্তক দৃষ্টি করিয়া স্নেহসহকারে বলিলেন) মা তুমি আমার সর্ব্বস্ব ভোজপুর রাজ-বংশে তুমিই একমাত্র মণি, মা যথার্থ কথা বলো তোমার কি অসুখ হয়েছে ?

বসন্ত।—(মহারাজের পায় ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে) পিতঃ আমার কোন অসুখ হয় নাই।

রাজা।—কোন অসুখ হয় নাই, তবে একি মা ? তোমার চক্ষে জলকেন ? তোমার মুখ মলিন কেন ? তোমার সেই এক প্রকার চঞ্চল ভাব, অস্থির মন কেন মা ? তোমার অভাব কি ? তুমি আমার একমাত্র কন্যা এ রাজ্য ধন, সকলি তোমার। তোমার মনে কোন দুঃখের কারণ না হইলে চক্ষে জল আসিবে কেন মা ! আমার যে একটু সন্দেহ ছিল তা মেঘ মালার কথায় আর নাই। মা ! তোমার মনের কথা বলো। কোন দাসী কি অন্য কেহ তোমাকে কিছু বলে থাকে, কি তোমার অবাধ্য হয়ে থাকে, তোমাকে অবজ্ঞা করে থাকে, বল এখনই তাহার সমুচিত সাস্তি বিধান কচ্ছি।

বসন্ত।—(কাঁন্দিতে) পিতঃ আমার কোন অসুখ হয় নাই। আমাকে কেউ কোন কথা বলে নাই। কোন কথায় অবজ্ঞা করে নাই। আমার মনেও কোন কষ্ট হয় নাই (ক্রন্দন)

রাজা।—মা! বৃদ্ধ বয়সে আর আমার অন্তরে ব্যথা দিওনা মা! তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্ট ভাবে বল। যে প্রকার অসুখই হয়ে থাকে গোপন করো না। মাঃ আমি তোমার পীতা, আমার কাছে মিথ্যা বলিলে মহা পাপ তুমি অবোধ নও। মনের কথা বল। বৈদ্য, গণক, রাজ পুরীতে সকলি উপস্থিত আছেন। কোন প্রকার লোকের অভাব নাই এই মূহুর্ত্তেই তাঁহা দিগকে আনিয়ে তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিতেছি।

বসন্ত।—পিতঃ আমার কোন পীড়া হয় নাই। বৈদ্য, চিকিৎসক, গণকের কোন আবশ্যক নাই। আমার কোন প্রকার ঔষধের প্রয়োজন নাই। আমি—(ক্রন্দন)

রাজা।—(সজল নয়নে) হা! এ পুরীর আর মঙ্গল নাই। রাজ লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সকলি চলিয়া গিয়াছে। (মেঘ মালাকে সঙ্কেতে ডাকিয়া মৃদু মৃদু স্বরে) বসন্তের হাব ভাব দেখে আমার বড়ই সন্দেহ হয়েছে। উন্মাদের পূর্ব্ব লক্ষণ।

মেঘ।—আমি ভেবে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না।

রাজা।—মা তুমি বসন্তের কাছ ছাড়া হওনা। আমি মন্ত্রির সহিত পরামর্শ করে বৈদ্য জ্যোতির্ব্বিদ, রোজা, সংগ্রহ করে এখনি আসছি। সাবধান বসন্তের কাছ ছাড়া হওনা। মা আমার বসন্তের কেউ নাই।

(রাজার প্রস্থান)

মেঘ।—সৈ, সে দে—সে দে গান শুনেছ। কত মাথার কিরে, দিয়ে কথা বলিয়েছ। আজ আমি মিনতি করে তোমায় শুনাতে চাচ্ছি তুমি শুন্‌বেনা! একি কথা? আর সখি আমি তোমার বাল্যকালের সখি, আমার কাছে এত গোপন কেন? কি হয়েছে।—কার জন্যে এত,—

বসন্ত।—দেখভাই! আমার মন ভাল নাই তুমি আমায় ক্ষমা করো। কোন কথা আমার ভাল বোধ হচ্ছে না

মেঘ।—আর একটা গান করি!—

বসন্ত।—না সখি আমি বিনয় করে বলছি। তোমার গানে আমার মন আরো—

(হাসিতে হাসিতে বসন্ত কুমারীর দাসীর প্রবেশ)

মেঘ।—ওলো তোর আবার কি হলো! এত হাসী কেন? হতভাগিনী স্থির হয়ে কথা বল্‌, কথা নাই বার্ত্তা নাই সুধুই হাসী। কথাটা কি!

দাসী।—গণক ঠাকুর (পুনরায় হাসী)

মেঘ।—(দাসীর হাত ধরিয়া) খেপি! আবার হাস্‌বি তো মার খাবি। রাজ কুমারীর অসুখ, তোর হাসী ধরে না।

দাসী।—(হাসিতে হাসিতে) ঐ অসুখের জন্যইত গণক ঠাকুর গণে বলেছে। রাজ দরবারে কি কম লোক জুটেছে? রাজা অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রির মুখে কথা ছিলনা। এখন সকলেই হাসী খুসিতে আছেন।

মেঘ—আরে ভেঙ্গে বলনা আমিও একটু সুস্থির হই। সখিকেও সুস্থির করি।

দাসী।—(হাসিতে হাসিতে) নানা আমি বলতে পার্‌বো না।

মেঘ।—(কৃত্রিম রোষে) তোকে বলতেই হবে বল্‌বিনা?

দাসী।—কিন্তু কাণে কাণে অথচ একটু সরে গিয়ে।

(মেঘমালার কাণে প্রকাশ এবং হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান)

মেঘ।—সখি জ্যোতিষ শাস্ত্র বড় কঠিন! কোন কথা গোপন রাখবার ক্ষমতা নাই সাতপুরু চর্ম্ম মাংস, অস্থির মাঝের কথা জ্যোতিষে প্রকাশ

করে। ধরা পড়েছ, আর বলব কি ? মনের কথা আমাকে বল্লেনা এখন রাজ সভায় কথার ভাঙ্গচুর হচ্ছে।

বসন্ত।—(মৃদুস্বরে) কি কথা সখি ? কি কথার ভাঙ্গচুর হচ্ছে বল।

মেঘ।—তুমি বল্লে না। আমি বলব কেন ?

বসন্ত।—তখনও পায় ধরেছি, এখনও পায় ধর্‌ছি বল ?

মেঘ —তুমি আমার সখি, প্রাণের সখি, বলছি ভেঙ্গে চুরে বলছি কিন্তু একটু বিলম্বে।

বসন্ত।—না—না বিলম্ব সহ্য হয় না—এখনি বল।

মেঘ।—আর কি " ফুল ফুটীল "

বসন্ত।—ওকি কথা যাও আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না কিসের ফুল ফুটিল।

মেঘ।—যে, ফুল কুঁড়িছিল তাই ফোট ফোট হয়েছে শীঘ্রই ফুট্‌বে চিন্তা নাই ও দিকে আয়োজনের আদেশ হয়েছে।

বসন্ত।—তুমি যা ইচ্ছা বলে যাও আমি শুনব না।

মেঘ।—আর বাঁকি রাখলে কি ? আচ্ছা আমি চল্লেম। (যাইতেই বসন্ত কুমারী মেঘমালার বস্ত্র ধারণ) আর ধরাধরি কেন গণকে গুনে বলছে সয়ম্বর সভায় ঘোষণা দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। এখনও মন ভাল হয় নি— ?

(মেঘমালা যাইতে উদ্যত বসন্ত কুমারী
মেঘমালার বস্ত্র ধরিয়া উভয়ে প্রস্থান)
পটক্ষেপণ।

রঙ্গভূমি

পথমধ্য।

(জল কলস কক্ষে সরমা, এবং অন্যদিক
হইতে বিমলার প্রবেশ)

সরমা।—দিদি ভাল আছিস্ ত। আজ যে ভারি ফিট্ ফাট্। সেজে গুজে কোথা গিয়ে ছিলে? আবার কি দিন ফিরেছে?

বিমলা।—(হাস্য মুখে) তুই যে অবাক কল্লি! দিন কাল নেই বলে কি সাধনাই? দাঁত পড়ে, চুল পাকে কত লোকের, প্রাণ যেমন, তেমনই থাকে। লোকে নিন্দা করবে বলে বুড়ীরা ছুঁড়ীদের মত সাজগোজ করে না বটে, কিন্তু আশাটুকু সমানই আছে।

সরমা।—দিদি। কাঞ্চনের ত কিছু হয় নাই?

বিমলা।—(মস্তক বক্র করিয়া) হয়েছে।

সরমা।—ক মাস হলো?

বিমলা।—এই সে দিনে সাধ খেয়েছে।

সরমা—ওমা! সে দিনের মেয়ে, দেখতে দেখতে ছেলের মা হতে গেল!

বিমলা।—এ কালে ছুঁড়ী বুড়ী কিছুই চেনা যায় না। আর এক কথা শুনেছ?

সরমা।—কি কথা দিদি?

বিমলা।—বলবো কি কিছু, কি দিন হলো, শুনে ছিলেম যে, যুবরাজ নরেন্দ্রের বিয়ের আয়োজন হচ্চে, মহারাজ স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছেন।

সরমা।—হাঁ, আমিও শুনেছিলেম। দিদি! যুবরাজ নরেন্দ্রের মতন আর ছেলে নাই। রাজা রাজ্‌ড়ার ঘরের ছেলে যে এমন লাজুক হয়, তা বোন্ কখনও শুনি নি। পাড়া পড়সীর মেয়ে ছেলে নজরে পোড়্‌লে অমনি মাথাটী হেঁট্ কোরে চোলে যান। এত বড় হয়েছেন, তবু উচু নজরে কারো পানে চান্ না।

বিমলা।—সে যাহা হোক, আমরা পাড়ায় গাড়ায় যুব-রাজের বিয়ের কথাই বলাবলি কর্ত্তুম, সকলেই আশা কোরে রয়েছি যে যুবরাজের বিয়ে দেখ্‌বো। এর মধ্যে হঠাৎ এক দিন শুন্‌লেম, মহারাজ আপনিই বিয়ে কোরেছেন!

সরমা।—(আশ্চর্য্য হইয়া) অবাক! বলিস্ কি রে? (জল কলস কক্ষ হইতে নামাইয়া) দিদি বলিস কি?—মাইরি? বুড়ো রাজার বিয়ে হয়েছে?

বিমলা।—আমি কি মিছে বোলছি?

সরমা।—মা গো! কোথা যাব! আমরা ত কিছুই টের পাই নি। যুবরাজের বিয়ে হবে, তাই জানি। এর মধ্যে বুড়োর বিয়ে হয়ে গেল! দিদি, তুই যা বল্লি, যথার্থ! একালে বুড়োও চেনা যায় না, ছেলেও চেনা যায় না। কৈ, রাজ বাড়ীতেও ত কোনো ধূমধাম হয় নি।

বিমলা।—এ কাজটি চুপে চুপে সারা হয়েছে। ধূমধামে বিয়ে কোরতে অবশ্যই কিছু লজ্জা হয়, সেই বিবেচনা কোরেই বোধ হয় কাকেও জানান নি।

সরমা।—(মুখ ভঙ্গী করিয়া) কি লজ্জা! আরে আমার লজ্জা! বিয়ে কোরে ঘরে আন্‌তে পাল্লেন, তাতে লজ্জা হলো না, লোক জানালেই লজ্জা হতো! এ কথা গোপন থাকবে কি না? ছি ছি! মহারাজ বড় অন্যায় কাজ কোরেছেন। এই বয়েসে লজ্জার মাথা খেয়ে বর সাজ্‌লেন কি কোরে? চুলে গোঁফে বুঝি কলপ দিয়েছিলেন? ছি ছি! বড় লজ্জার কথা!

বিমলা।—আরো শোনো, আরো মজা আছে। সেই দিন শুনে নূতন রাজরাণী দেখতে বড় সাধ গেল, তাই আজ দেখতে গিয়ে একেবারে অবাক হয়েছি। দেখতে বড় সুন্দরী, এলো চুলে বোসে সখীদের সঙ্গে কথা কোচ্চিলেন, চুলগুলি পিঠের উপর দে পোড়ে মাটীতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সে দিকে তাকাচ্ছেনও না। নাক কাণ আর সেই জোড়া ভুরুতে মুখখানি চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত দব্‌ দব কোর্‌ছে। ঠিক ভুরুর মাঝ খানে একটি ছোট টিপ কেটেছেন। থেকে থেকে চাঁদের আলো ফুটে সেইটী যেন তারার ন্যায় টিপটিপ্‌ কোরছে। চক্ষের ভাবভঙ্গী আর থেকে থেকে মুচকে মুচকে হাসি দেখে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়েছি। ঠোঁট দুখানি জবা ফুলের মত লাল, দাঁতগুলি বড় পরিপাটি, কথাও বড় মিষ্টি বয়স অতি অল্প,—এখনও ১৪ পেরোয় নি। রাজার সঙ্গে ছাইও মানায় নি। যদি যুবরাজের সঙ্গে এই বিবাহটী হতো, তা হলে সুখের সীমা থাকৃতো না। যেমন বর, ঠিক তেমনি কোনে মিলে যেতো।

সরমা।—ছিছি! রাজাকে বিয়ে কোত্তে কে পরামর্শ দিয়েছিল?

বিমলা।—রাজার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা পাগ্‌লা গোছের বামুণ থাকে, সেই না কি এর ঘটক।

সরমা।—তার কি? সে পেটপূরে খেতে পেলেই বড় খুসী। রাজার ত চোক ছিল?

বিমলা।—চোক্ থাক্‌লে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়; তা ত আগেই বোলেছি।

সরমা।—দিদি! রাজার বিয়ে কোর্‌তে যদি এত সাধই হয়েছিল, কিছু দিন খুঁজে একটী বড় মেয়ে দেখে কেন বিয়ে কোল্লেন না? এ বিয়ে কেবল তাঁর মনস্তাপের কারণ হবে। বুড়ো বয়েসে অমন মেয়েকে বশে রাখা বড় ছোট কথা নয়। শত শত জায়গায় দেখ্‌তে পাচ্ছি, বয়েসের মিল না হলে কোন কালেই মনের মিল হয় না। তুমি দেখো, রাজা আমাদের নতুন বৌয়ের মন যোগাতে যোগাতে একবারে নাজেহাল হবেন। তবুও তার মন উঠ্‌বে না। রাজাই হোন, আর প্রজাই হোক্, যুবতী নারী ঘরে পূরে মুখ ফুটে বোল্‌তে পার্‌বেন না যে, আমার স্ত্রী আমাকে বড় ভাল বাসে। যিনি এ কথা বলেন, তিনি পাগল।

বিমলা।—সত্যি কথা, বুড়ো বয়েসে কখনই সোমত্ত মেয়ের ভালবাসা হওয়া যায় না। বুড়োরা

কত কোরে মন যোগায়, তাতে কি সে ভোলে? স্থধু কথায় কি হয়? পোড়া কপাল, কথা বোল্‌তেও থুথু পড়ে।

(দূরে যুবরাজ নরেন্দ্র ও শরৎকুমারের প্রবেশ)

সরমা।—চুপ কর দিদি! চুপ কর! ঐ যুবরাজ আসছেন। মন্ত্রিপুত্র শরৎকুমারও সঙ্গে আছেন। আমরা যে সকল কথা বলাবলি করেছি, বোধ হয়, আড়াল থেকে ওঁরা সকলই শুন্‌তে পেয়েছেন।

বিমলা।—(পশ্চাৎ দিয়ে দৃষ্টি করিয়া জিহ্বা দংশন এবং ঘোমটা দিয়ে বেগে প্রস্থান, সরমাও জল কলস লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

শরৎ।—যুবরাজ! শুনলেন ত। পাড়ার মেয়ে দুটি কি বোলে গেল। স্থধু আমিই যে বলি, তা নয়, মেয়ারাও মহারাজকে ধিক্কার দিচ্চে। রাজ্যের অপর সাধারণ সকলেই মহারাজের নিন্দা কোচ্ছে।

নরেন্দ্র।—মিত্র! গুরুলোকের কথায় কথা কওয়া আমাদের ভাল দেখায় না, পিতা অবশ্যই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা কোরেই পুনরায় দার পরিগ্রহ কোরেছেন। সামান্য লোকে তার ভাব কি বুঝ্‌বে? আর আমরাই বা কি ঝিতে পারি?

শরৎ।—না, না, আমি যে কেবল বিবাহের জন্যেই বল্‌ছি, তা নয়। দেখুন! অমাত্যগণ, সভাষদ্গণ, প্রজাগণ সকলেই মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট, মহারাজ মাসাবধি রাজকার্য্য একবারে পরিত্যাগ কোরেছেন। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় না। সিংহাসন শূন্য থাক্‌লে যে, রাজ্যের কিদশা ঘটে, তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন, দুর্জ্জনেরা নিরীহ প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্ম্য কোরে তাদের স্বর্ব্বস্বান্ত কোরেছে। কর্ম্মচারীরা খোলা মহল পেয়ে, দেদার লুট আরম্ভ কোরেছে। প্রভুত্ব প্রকাশ কোত্তে কেহই ক্রুটি কের্‌ছে না। প্রজাগণ কাতর হয়ে, বিচারের প্রার্থনায় রাজ-বাটীতে প্রত্যহই আস্‌ছে; সমস্ত দিন অনাহারে থেকে ম্লান মুখে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জেনেছি, বিপক্ষ রাজারা যুদ্ধ-সজ্জার উপক্রম কোর্‌ছেন। রাজা সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে নববিবাহিতা রাণীর মন্দিরে থাকেন, রাজকার্য্য মনোযোগ নাই; দেশে২ এই ঘোষণা হয়েছে। অন্য অন্য রাজারা মহারাজের রহস্য নিয়েই আমোদ কোর্‌ছেন্।

নরেন্দ্র।—মিত্র! এতদূর হয়েছে?—আমি এর কিছুই শুন্‌তে পাই নি। শুন্‌বোই বা কি কোরে?

আমি ত প্রায় মাসাবধি রাজধানীতে ছিলেম না।

শরৎ।—বড়ই অন্যায় হয়েছে।

নরেন্দ্র।—প্রধান মন্ত্রিবর কেন এ সকল বিষয় রাজাকে জানান্ না?

শরৎ।—মহারাজ সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁর নিকটে যেতে কারোও অনুমতি নাই।

নরেন্দ্র।—তবেই ত বিভ্রাট

(কয়েক জন প্রজার প্রবেশ।)

১ প্রজা।—বলি ও বেয়াই, রাজা বেটা বুড়ো কালে বিয়ে কোরে একেবারে যাচ্ছে তাই হয়ে গেছে। রাত দিন অন্তঃপুরেই থাকে; আর কদ্দিন আস্‌বো, প্রত্যহই আস্‌ছি যাচ্ছি, এক দিনও বেরোয় না, তা বিচার কোর্‌বে কি? যেতে আস্‌তে পায়ের নলা ছিঁড়ে গেল। প্রত্যহ দিনের বেলা না খেয়ে থাকেতে হয়, আর বাঁচি না। বেটা উচ্ছিন্ন যাক্, এমন মাগী-পাগলা রাজার রাজ্যে কি থাকেতে আছে? যে মানুষ মেয়ে মানুষের গোলাম, সে কি মানুষ?

২ প্রজা।—ওহে! তুমি বুঝ্‌তে পারো নি, রাজা কি সাধে ও রকম হয়েছেন? রাজা বুড়ো, রাণী কাঁচা, একেবারে ভেড়া বেনিয়ে দিয়েছে, কাজেই

পাগল হয়েছেন! বুড়ো বয়েসে বিয়ে কল্লে সক-
লেরই ঐ দশা হয়; তুমিও ত কিছু কিছু বুঝো।

১ প্রজা।—এত না।

২ প্রজা।—বড় লোকে আর ছোট লোকে অনেক
তফাৎ।

১ প্রজা।—আরে ভাই থাম্, আমরা রাজার মত পাগল
নই। সোণারচাদ ছেলে থাক্‌তে নিজে বিয়ে
কোরে বস্‌লো। পাগলেও এমন করে না। বড়
মানুষের দোষ নাই, আমাদের ছোট লোকের
ঘরে হলে ঢাকে ঢোলে কাটী বাজ্‌তো।

২ প্রজা—ঐ জন্যেইত বোলছি, বড় লোকে যা করে,
তাই শোভা পায়। (রাজপুত্রকে দেখিয়া)
বেই! এই বারেই গেছি; আমরা যা যা বলেছি
সকলই রাজার ছেলে শুন্‌তে পেয়েছে।

(সভয়ে কম্পিত কলেবরে সকলের প্রণাম)

নরেন্দ্র।—বাপু! তোমরা কোথা গিয়েছিলে?

১ প্রজা।—কর্ত্তা! আমরা রাজার দরবারে নালিস
করেছি, কারওএক মাস, কারও দু মাস যায়, তবু
ও বিচার হয় না। শুন্তে পাই যে, তিনি অন্দরে
আছেন। রোজ রোজ হাঁটা হাঁটি কোরে আমরা
সারা হলেম। সারাদিন না খেয়ে এই সন্ধ্যার
সময় বাড়ী ফিরে যাচ্ছি, আমাদের দুঃখের সীমা

নাই। আপনি রাজা হলে আমরা বাঁচি।

নরেন্দ্র।—বাপু সকল! (হস্ত বাড়াইয়া) আমি এই কয়েকটি টাকা দিচ্ছি, তোমরা জল খাও গে;

প্রজা।—(হস্ত বাড়াইয়া—টাকা গ্রহণ) যুবরাজের জয় হউক—যুবরাজের জয় হউক।

(যুবরাজ নরেন্দ্র কুমার—ও শরৎকুমারের প্রস্থান। এবং প্রজাগণ প্রত্যেকে আপন২ টাকা কাপড়ে বান্দিতে ২ গান)

এমন বিচারক রাজার রাজ্যে মরি অবিচারে।
আমাদের ভাই সাধ্য নাই,
আমরা রাজার কাছে যাই,
বলি সব মনের কথা ছুটী পায় ধরে॥
বিরাল কুকুর শৃগাল মত, বধে প্রাণ বলব কত,
জোরে ধরে নিয়ে কার, সর্ব্বনাশ করে॥
আমাদের রক্ষা হেতু, আছে যত-ধুমকেতু,
মন যোগালে মনের মত পেলে তারা সকলি পারে।
যার যা ইচ্ছা সে তাই করে,
ওরে রাজা থাক্‌তে প্রজা মরে, হায়! হায়!
এ দুঃখের কথা আমরা বলি কারে॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর।—রেবতীর শয়ন-মন্দির।

(রেবতী ও মালতী আসিনা)

রেবতী।—(হস্তে দর্পণ লইয়া) মালতি! দেখ্ দেখি, আজ কেমন বেশ কোরেচি। ভাল হয় নি ?

মালতী।—বেশ হয়েছে। রাজা একেই পাগল হয়েছেন, আবার এই নূতন সাজগোজ দেখ্‌লে ঘর থেকে আর নোড়্‌বেন না। বাছা! তুমি আচ্ছা মেয়ে জন্মেছিলে। রাজা বীরেন্দ্রের নাম শুন্‌লে ভয়ে মাটী কেঁপে উঠে, সে বীরকে একেবারে মাটি কোরে ফেলেছ। সাবাস্ মেয়ে জন্মেছিলে!

রেবতী।—(দর্পণ ফেলিয়া) রাজা আমায় দেখে একেবারে ভুলে গেছেন, কিন্তু আমায় ভুলাতে পারেন নি। তিনি আমায় না দেখে এক নিমিষ স্থির থাকৃতে পারেন না, কিন্তু আমার তা নয়, সে মুখ নজরে পোড়লেই যেন গায়ে ঝেটার বাড়ী পড়ে। মন যারে ভাল বাসে না, চোক তারে ভাল বাস্‌বে কেন ? এ তো আমারি চোক্।

মালতী।—এ দিকে ত বড় মিল দেখা যায়।

রেবতী।—তুই যেমন মিল দেখতে পাস, কিসের মিল? হেসে হেসে দুটো মিষ্টি কথা বলি, তাতেই কি মিল হলো? মুখে মিল থাক্‌লে কি হয়, মনে যে মেলে না।

মালতী।—মিল কোর্‌তে কতক্ষণ লাগে? কোল্লেই পারো।

রেবতি।—পোড়া কপালি! তুই কিছুই বুঝিস নে, মিল কি কথায় হয়? মনে মনে মিল্লেই তবে মিল হয়। বোলতে হাসি ও আসে, কান্না ও পায়, তার সঙ্গে আমার মনের মিল কেন হবে? তার যৌবন অবস্থা মধ্যম অবস্থা গিয়ে এখন শেষ অবস্থারও শেষে ঠেকেছে, আমার অবস্থা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ। এতে মনের মিল হবে কেন? আমিই বা তাকে ভাল বাস্‌বো কেন? মণি মুক্তা আর ভাল ভাল গয়না ভাল ভাল কাপড় দিলেই যে ভাল বাসা হয়, তা নয়, ভাল বাসার অঙ্গ অনেক। তবে মা বাপে জোর কোরে ধোরে রাজ-রাণী কোরে দিয়েছেন, ভেবেছেন, আমি সুখী হলে তাঁরা সুখে থাক্‌বেন, তারা ভাগ্যবন্ত হবেন, রাজার কুটুম্ব বোলে সমাজে আদর পাবেন, বাবা মহারাজের শ্বশুর, নিজ ক্ষমতা-তেই উচ্চাসনে বোসে চার পাসে নজর কোর-

বেন, মনে ভাববেন যে, সকলেই আমাকে নজর করে। মা ত একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়েছেন, রাজার শ্বাশুড়ী হয়েছি, আর ভাবনা কি ? সকলেই সুখের ভাগী হলেন্, হতভাগিনীই কেবল চির দুঃখিনী হলো! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মালতি! আমি যে যাতনা ভোগ কচ্ছি, তা সেই ভগবানই জানেন। অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখেছিলেন তাই হয়েছে, তা বোলে আর দুঃখ কোল্লে কি হবে ?

মালতী।—রাজমহিষি! আর দুঃখ কোরো না! কেবল আপনারই যে, ওরকম হয়েছে, তাও নয়, অনেকেরি এই দশা!

রেবতী।—না না, আমার মত হতভাগিনী আর কেউ নাই। আমি যেমন জ্বোল্‌ছি, শত্রুও যেন এমন না জ্বলে।

মালতী।—তা যাই বল, রাজা কিন্তু তোমায় বড় ভাল বাসেন,—প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসেন। শুনেছিলেম, যুবরাজকে এক মুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল কোর্‌তেন না, তোমায় বিয়ে কোরে অবধি তাঁকে মনেও করেন না, একটিবার নামও করেন, না।

রেবতী।—(ব্যস্তভাবে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া)

মালতি ! ভাল কথা মনে করেছিস্। নরেন্দ্রকে যে কথা বল্‌তে বলেছিলুম, বলেছিলি ত ?

মাহতী।—তুমি যে কথা বল্‌তে বলেছিলে, আমি তার দশগুণ বাড়িয়ে বলেছি, তিনি শুনে দুটি চক্ষু পাকল করে আমার পানে চেয়ে রইলেন। আমি সেই ভাব ভক্তি দেখেই পালিয়ে প্রাণ রক্ষা কল্লেম। মাগো ! ও আমার কাজ নয়।

রেবতী।—(চক্ষু হইতে জল পতন) এখন চক্ষে জল পড়্‌ছে, যখন যুবরাজকে এক দৃষ্টে দেখেছিলি, তখন আগ্ পাছ ছিল না। মালতি ! যুবরাজকে সেই অবধিদেখে আহার নিদ্রা কিছুতেই সুখ নাই। সর্ব্বদাই যেন সেই কথা মনে পড়ে তুই আজ আবার যা, আমার এই সব দুঃখের কথা ভাল করে বোল্‌গে।

মালতী।—না না, আমি আর যেতে পার্‌বো না, আমায় ও সব কথা বলো না। রাজকুমারের চোক দেখ্‌লেই ভয়ে আমার গা কাঁপ্‌তে থাকে আমি কি আর তাঁর কাছে যাই। গেলেই বা কি হবে। তিনি তোমার নামও শুন্তে পারেন না।

রেবতী।—(দুঃখিত স্বরে) আমিই যেন তাঁরে দেখে একেবারেপাগল হয়েছি, তিনি ত আমায় দেখেন্

নি, চার চোক একত্র হলে তবে বোঝা যাবে। মনের কি ভাব, তাও জানা যাবে। হায়! পিতা মাতার যথার্থই চক্ষু ছিল না। রাজাকে চোখে দেখতে পেলেন, আর যুবরাজকে দেখ্‌তে পেলেননা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যুববাজ! তুমিই আমার হয়েছিলে! যুবরাজ। তুমিই আমার——

(রাজার প্রবেশ)

রেবতী।—(ত্রস্তভাবে চক্ষের জল মুছিয়া হাস্যমুখে) এই যেতে যেতেই যে ফিরেছেন?

বীরেন্দ্র।—কেন?

রেবতী।—আবার কেন? মাসান্তরে যদি বা দরবারে গিয়েছিলেন, মূহুর্ত্ত কাল অতীত না হতেই আবার এলেন?

বীরেন্দ্র।—প্রিয়ে! কেন যে এলেম,—শেষে বোল্‌বো। আজ যে চমৎকার রূপ দেখ্‌তে পাচ্ছি? আজ অমানিশা, আকাশে চন্দ্র নাই, কিন্তু আমার গৃহে এককালে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয়! আমি যথার্থই আজ তোমায় যেন পূর্ণচন্দ্র দেখ্‌ছি!--বেশ মানিয়েছে।

রেবতী।—মানিয়েছে, ভাল হয়েছে। তোমায় আর ঠাট্টা কোত্তে হবে না! আমি একটা মানুষ, আমায়

আবার মানিয়াছে, ও সব পূরণ কথা ভাল লাগে না, যেতে যেতে ফিরে এলে কেন, তাই বলো।

বীরেন্দ্র।—তুমি কি পাগল হয়েছ! দেহ কি কখনও আত্মা ছেড়ে থাকতে পারে? না ছায়াই কখনও কায়ার অন্তর হতে পারে? অলি কি কখন নব-কলি ফেলে থাক্‌তে পারে? দেখ প্রিয়ে চকোর কি করে সুধাকরের পূর্ণ কলেবর হেরে সুধা পানে বঞ্চিত থাক্‌বে? তুমি জেনেও আজ ভুলছো! আর কেই বা না জানে যে, বারি বিহনে যেমন মীন বাঁচে না, তেমনি তোমা বিহনে আমি বাঁচি না। আর এও কি কখন হয় যে, সর্ব্বস্ব ধন রেবতী, বীরেন্দ্র তারে নয়নের অন্তরাল কোরে দরবারে বসে থাক্‌বে?

রেবতী।—যাও যাও, আর বাড়িও না, মাথা খাও, আর জ্বালিও না! (মৃদু হাস্যে) ও মুখে অত ভাল লাগে না। মিনতি করে বলছি, দরবারে যাও।

বীরেন্দ্র।—আজ আবার দরবার? যে দরবার পেয়েছি, এর কাছে আবার দরবার?

রেবতী।—তুমি যাই কেন বল না, দেশ শুদ্ধ লোকে আমারই নিন্দা করে। তারা এই কথা বলে, রাজা নূতন রাণীর কাছে একেবারে চাকরের মতন রয়েছেন, রাণী যা বলেন, তাই করেন।

ক্ষণকালও রাণীকে ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না। রাজকার্য্য নাই, কারো সঙ্গে আলাপ নাই, দেখা নাই, দিবা রাত্রি অন্তঃপুরেই রাণীর চরণ সেবা কচ্ছেন! ছি ছি! বড় লজ্জার কথা!

বীরেন্দ্র।—এতে আবার তোমার লজ্জা কি? এ লজ্জা এক প্রকার আমাকেই অর্শে। যা হোক, তাতেই বা ক্ষতি কি? এমন রূপবতী সতী যার ঘরে, তার চিন্তা কি? ছাই রাজ্য থাক্ বা যাক্ তাতেই বা ক্ষতি কি? তাদের কি চক্ষু নাই, তাদের কি কর্ণও নাই,---কখন কার মুখে শুনেও নাই যে, তৃতীয়ার চন্দ্র তার ললাটের সমতুল হতে পারে না। আর অনেকেই বোলে থাকে যে, স্ত্রীজাতির ভ্রু-ভঙ্গী দেখেই ইন্দ্রধনু গগনাশ্রয় করেছে, তা আমিও স্বীকার করি! এখনও যে, বৃষ্টিজলে সূর্য্য কিরণ পড়্‌লেই সুখময় ইন্দ্রধনু দেখা পাওয়া যায়, সেটিও যথার্থ। কিন্তু বিনা মেঘে বিনা সূর্য্যে তৃতীয়ারচন্দ্র কিরণে একেবারে যে যুগল রামধনু সর্ব্বদা বিরাজ কচ্ছে, তা কি তারা শুনেও নাই? (রেবতীর নয়নের নিকট হস্ত লইয়া) এই নয়নের ঈর্ষ্যাতে কুরঙ্গিণী যে বনবাসিনী হয়েছে, তা কে না জানে? এই দন্তের আভা হেরে সৌদামিনী অভিমা-

নিনী হয়ে কাদম্বিনীর আশ্রয় লয়েছে, তবু তোমার মৃদু হাসিতে দন্তরাজী ক্ষণে ক্ষণে হেরে সময় সময় ক্ষণপ্রভা রূপে দেখা দিচ্ছে. দেখা দিয়েও ত স্থির নাই। তারা যাই কেন বলুক না, আমি এ মুখে এ নাসার তুলনা তিল ফুলের সঙ্গে দিব না।—হা! সকলেই কি অন্ধ হয়েছে? যার চিকুরের শোভা দেখে কাদম্বিনী ভয়ে যে, কোথায় পালাবে, তারই স্থান উদ্দেশে একবার পূর্ব্বে, একবার উত্তরে, একবার পশ্চিমে, শেষে নিরুপায় হয়ে বৃষ্টিচ্ছলে ক্রন্দন, শিলাচ্ছলে অঙ্গ বিসর্জ্জন করছে; যথার্থই তারা অন্ধ। যার কটির শোভায় পশুরাজ হরি মানভয়ে কোন স্থানে আশ্রয়স্থান না পেয়ে শেষে যে পদের আশ্রয় নিলে কাহারও ভয় থাকে না, একেবারে সেই অভয়ার পদাশ্রয় গ্রহণ করেছে। আমার গৃহে এইরূপ রূপমাধরী রমণী থাক্‌তে কি প্রকারে তার চক্ষের আড়াল হতে পারি? ক্ষণ-কাল আমার নয়নের অন্তর হলে চতুর্দ্দিক যেন অন্ধকার বোধ হয়। কাজেই প্রিয়ে তোমায় সম্মুখে রেখে তোমারি ঐ লোহিত বর্ণ ওষ্ঠ দুখানির প্রতি চেয়ে থাকি। পূর্ব্বে নরেন্দ্র ক্ষণ-কাল চক্ষের আড়াল হলে যেমন কষ্ট বোধ

হতো। তুমি চক্ষের আড়াল হলে, তার চেয়ে এখন শতগুণ কষ্ট বোধ হয়।

রেবতী।—(অবগুণ্ঠন খুলিয়া) নাথ! তোমার বিবেচনা নাই। দেখ দেখি, আমি তোমায় ক দিন বল্‌ছি যে, যুবরাজ নরেন্দ্রকুমারের মুখখানি দেখ্‌তে বড়ই সাধ গেছে। আমার গর্ভ-জাত-ই না হলো, আপনার সন্তান ত, তা মহারাজ! আমাকে ও আপনার মত দেখতে হয়। একটিবার কি দেখা দিতে নাই? আমারও সাধ আছে ত।

বীরেন্দ্র।—প্রিয়ে তুমি নরেন্দ্রকে দেখবে, তাতে আমার অনুমতি কি? তার মা নাই, তুমি আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ কর, তা হলে নরেন্দ্রও তোমায় যথেষ্ট ভক্তি করবে, দেশশুদ্ধ লোকেও তোমার সুখ্যাতি করবে। সকলের মনেই বিশ্বাস আছে যে, নারীজাতি সপত্নী-পুত্রের পরম শত্রু, তাকে একেবারে চক্ষুঃশূল জ্ঞান করে, তুমি যদি নরে-ন্দ্রের প্রতি জননীর ন্যায় ব্যবহার কর, তা হলে লোকের মনে কোন সন্দেহ থাক্‌বে না।

রেবতী।—মহারাজ! আমি সব বুঝি।—ছেলে বেলা থেকে অনেক বই পড়েছি, তাতে হিতকথাও অনেক দেখেছি, যে যেমন পাত্র, তারে তেমনি আদর কোত্তেও শিখেছি। আপনার পুত্র ত,

আমার গর্ভেই না হলো, তাইতে কি আমি তারে স্নেহ কোরবো না, ভাল বাসবো না ?—কেমন কথা বোলছেন ?

রাজা।—(ব্যস্ত হইয়া) না না আমি তোমায় বলছি না, তবে যুগ যুগান্তরে এইরূপ হয়।

রেবতী।—মহারাজ ! আপনি একবার যুবরাজকে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠান।

রাজা।—কিন্তু এখানে প্রতিহারী ত কেউ নাই।

রেবতী।—মালতীই আজ আপনার প্রতিহারী।

রাজা।—আচ্ছা, মালতী ! নরেন্দ্রকে একবার ডাক ত।

(মালতীর প্রস্থান)

রেবতী।—মহারাজ দেখুন ! এখনও একটু একটু বেলা আছে, কিন্তু রোদ নাই। সময়টি অতি মনোহর, বসন্ত কালের এই সময়টি সকলের পক্ষেই মনোহর, এই সময় একবার প্রমোদ-বনে গেলে হয় না ?

রাজা।—না প্রিয়ে ! নরেন্দ্রকে আনতে বলা হলো, হয় ত এখনই আসবেন, এখন আর প্রমোদ উদ্যানে গিয়ে কাজ নাই। চল, প্রদোষগৃহে গিয়ে বসা যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ রঙ্গভূমি।

(নরেন্দ্রকুমারের বিশ্রাম গৃহ —যুবরাজ
ও শরৎকুমার আসীন।)

নরেন্দ্র।(—সংস্কৃত কাদম্বরী হস্তে অন্যমনস্ক)

শরৎ।—পড়।—তারপর কি হলো?

নরেন্দ্র।—(সমভাবে অন্যমনস্ক)

শরৎ।—কি যুবরাজ! হঠাৎ এমন হোলে যে? ওখানে এমন কি কথা আছে?

নরেন্দ্র।—(সচকিতে) কথা এমন কিছুই নাই, তবে এইটি ভাব্‌ছি, সংস্কৃত কবিদের কত দূর ক্ষমতা!

শরৎ।—না,—সুধু তা নয়, তুমি তাই ভাব্‌ছো না,—ভিতরে কিছু কথা আছে। কবির ক্ষমতা আর মনের ক্ষমতা কে কেমন করে ভাবে, তা লক্ষণ দেখে স্পষ্টই জানা যায়। তুমি আমার কাছে গোপন করো না, আমি কতক বুঝ্‌তেও পেরেছি। কাদম্বরীর বিরহ দশা আর চন্দ্রাপীড়ের সেই লজ্জা,—কেমন এই নয়?

নরেন্দ্র।—হ্যাঁ, এক রকমই বটে, বলছি যে, সংস্কৃত কবিদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! দেখ, কাদম্বরীর এখন যে অবস্থা, তা দেখে, যে কিছুই জানে না, সে ব্যক্তিও রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ের স্মরদশা অবশ্যই বুঝতে পাচ্চে। কবির এমনি কৌশল, লজ্জায় মুখ ফুটে কাউকে কিছু বোল্‌তে দিচ্ছেন না।—কাদম্বরী এখানে নাই,—চন্দ্রাপীড় এখানে নাই,—সে লতামণ্ডপও নাই,—তার ছবিও নাই,—তবু রচনাকৌশলে সকলেই যেন ঠিক চক্ষের উপর বিরাজ কোর্‌ছে। আহা! গন্ধর্ব্বকুমারী কাদম্বরী কি লজ্জাশীলা!

শরৎ।—এই এতক্ষণের পর ঠিক হলো। আচ্ছা বলুন দেখি, যদি কোন কুলবালা ঠিক অমনি করে আপনার কাছে প্রণয়ভাব জানায়, আর মুখে কিছু না বলে তা হলে আপনি কি করেন? এ কথা কি বল্‌তে পারেন যে, প্রেয়সি! তুমি আমার প্রতি বড় অনুরাগিনী, আমি তোমার প্রতি বড় অনুরক্ত, এখনই আমায় বিয়ে কর! এ কথা কি বল্‌তে পারেন? আর সেই কামিনীই কি পারে?

নরেন্দ্র।—বয়স্য! এই কি তোমার রহস্য কর্‌বার সময়? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

শরৎ।—রহস্য কচ্ছি না। মহাকবি বাণভট্ট যথার্থ প্রণয়ের লক্ষণ কাদম্বরীর ঐ স্থানে বর্ণন করেছেন কেন, অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বভাব যেন চক্ষের উপর নৃত্য কোর্‌ছে। এই আপনিই ত বল্লেন, কাদম্বরী নাই, চন্দ্রাপীড় নাই, লতামণ্ডপ নাই, তথাচ যেন সকলই চক্ষের উপর দেখ্‌তে পাচ্ছি। কবিদের ঐ ত প্রশংসা।

নরেন্দ্র।—(পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া স্থির নেত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস)

শরৎ।—আবার কি ভাব্‌ছ যুবরাজ? বুঝেছি, তোমার মন অস্থির হয়েছে। আচ্ছা, ও সকল কথার আন্দোলন ছেড়ে দেও। এখন একটি গান গাও।

নরেন্দ্র।—নূতন রকম আমোদ হলে এ সব কথা ঢাকা পড়ে বটে, কিন্তু আমার ত ভাই সে অভ্যাস নাই। তুমিই একটি গাও।

শরৎ।—আচ্ছা, তবে গাই।

রাগিণী মোল্লার;—তাল একতালা।

রমণী রতনে, বিধি যতনে,
নিরজনে গড়িয়াছে
তাই যত ধনী, হয়ে অভিমানী,
মানের গুমানে এত বাড়িয়াছে।

মুনি ঋষি রত যে শিব সাধনে,
তিনিও আশ্রিত রমণী চরণে,
ব্রজে কেলে সোণা, নিকুঞ্জ কাননে,
রমণীর পায় পড়িয়াছে।
ধিকরে শরৎ, ধিক্কার জীবন,
এহেন রতনে কর অযতন,
সাধনের ধন, সংসার রতন,
সোয়াভী জীবন রথে চড়িয়াছে॥

নরেন্দ্র।—না বয়স্য! আজ কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

শরৎ।—(তানপূরা রাখিয়া) তবে এসো অন্য আলাপ করা যাক্।—ভাল কথা মনে হলো। মহারাজ যে আপনার বিবাহের জন্যে স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছিলেন, তার কি হলো?

নরেন্দ্র।—ঘটক পাঠিয়েছেন এইমাত্র জানি, কি হয়েছে কিছুই জানি না।

শরৎ।—যত দিন আপনার বিবাহ না হচ্ছে, তত দিন কিন্তু রাজকার্য্যের শৃঙ্খলা হচ্ছে না।

নরেন্দ্র।—বিলক্ষণ! আমার বিবাহ হলে রাজ্যের শৃঙ্খলা কি হবে?

শরৎ।—(সভয়ে) তার মানে আছে। আগে মহা-রাজ আপনার বিবাহ না দিয়ে রাজ্যে অভিষিক্ত কর্‌বেন না। স্ত্রীলাভ না হলে রাজশ্রী লাভ

হবে না। আপনি রাজা হলে সকল দিকেই মঙ্গল হয়। প্রজারাও সুখী হবে, আমরাও মনের আমোদে থাক্‌বো।

নরেন্দ্র।—সখে! রাজদণ্ড ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। বিবাহটিও কম কথা নয়; লোকে লৌহ-শৃঙ্খল ভগ্ন কর্‌তে পারে, কিন্তু প্রণয়শৃঙ্খল ভগ্ন করা নিতান্ত অসাধ্য। সাধ্বী স্ত্রীকে শাস্ত্রে রত্ন বলে, রত্ন সাগর ছেঁচে তুল্‌তে হয়, তুলে আবার বেছে নিতে হয়। যে জীবনের সঙ্গিনী, সুখ দুঃখের ভাগিনী, প্রথমেই তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা উচিত। নারী অতি অভিমানী। যেমনই কেন হোক্ না, আমি বড় সুন্দরী, আমার মত কেউ নাই, এইটি নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ গর্ব্ব। সে গর্ব্ব নাই, এমন স্ত্রীরত্ন যদি মিলে, তবে বিবাহে সুখ আছে, নৈলে নয়।

শরৎ।—এত খুঁজ্‌তে হলে আর বিবাহ হয় না। এও কি কোন কাজের কথা?

নরেন্দ্র।—সখে! তুমি যাই বল, অমন গুণবতী রমণী যদি হয় তবে তার পাণিগ্রহণ কর্‌বো, নচেৎ যে ভাবে আছি, চিরজীবন সেই ভাবেই থাক্‌বো।

শরৎ।—তবে আর বিবাহই কর্‌বেন না?

নরেন্দ্র।—কেন কোর্‌বো না ? উপযুক্ত পাত্রী পেলেই বিবাহ কোর্‌বো। সখে! তোমাকে তাও বলি, তুমিও শুনেছ, রাজা বিজয় সিংহের কন্যা বসন্ত-কুমারী রমণী কুলের ঈশ্বরী। অবলা জাতির যত গুণ থাকা আবশ্যক, বিধাতা সে সকলই বসন্ত-কুমারীকে অর্পণ করেছেন। তাঁর পাণি গ্রহণ করাই আমার নিতান্ত বাসনা। এইটি আমার মনের কথা।

(মালতীর প্রবেশ।)

মালতী।—(করযোড়ে) যুবরাজ! মহারাজ আপনারে ডাক্‌ছেন।

নরেন্দ্র।—(সরোষ নয়নে) রাজা কোথায় ?

মালতী।—মহারাজ অন্তঃপুরেই আছেন।

নরেন্দ্র।—আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

[মালতীর প্রস্থান।

(স্বগত) রাজা আজ আমায় হঠাৎ অন্তঃপুরে ডাক্‌লেন কেন ? (শরৎকুমারের প্রতি) সখে! মহারাজ যখন আমায় যে আজ্ঞা করে থাকেন, সে ত সভার মধ্যেই প্রকাশ করেন। জননীর মৃত্যু অবধি আর অন্তঃপুরে ডাকেন না, আজ হঠাৎ কেন ডাক্‌লেন ?

শরৎ।—পিতা ডেকেছেন, তাতে আর কেন ডাক্‌লেন

কি বৃত্তান্ত, তার তর্ক বিতর্ক কেন? বোধ হয় কোন আবশ্যক আছে।

নরেন্দ্র।—তবে তুমি এখন বিদায় হও, আমি অন্তঃপুর থেকে একবার আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি।

রাজার প্রদোষগৃহ।

(বীরেন্দ্র, নরেন্দ্র, রেবতী ও মালতী আসীন।)

রাজা।—বৎস! এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সব কথা বল্লেম, তাতে কখনই উপেক্ষা করো না। তুমি বিবিধ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়েছ, তোমায় আর কি উপদেশ দিব, চতুর্দ্দিক তোমার যশোখ্যাতিধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিত হচ্চে। অপরের মুখে তোমার সুখ্যাতি শ্রবণ করে আহ্লাদে আমার চিত্ত নৃত্য কর্চে। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র যেমন বংশ উজ্জ্বল করেছিলেন, তেমনি তুমি আমার কুল-তিলক। তিনি যেমন কৈকেয়ীর আজ্ঞা প্রতি-পালন করে জগতে চিরস্মরণীয় হয়েছেন, বাপু!

তুমিও তোমার বিমাতার আদেশ প্রতিপালন করে ভূমণ্ডলে সেইরূপ কীর্ত্তি স্থাপন কর। মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে এসে রাণীকে মা বলে সম্বোধন করে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন করো, সন্তানের কর্ত্তব্য কার্য্যে যেন কোন অংশে ত্রুটি না হয়।

রেবতী।—মহারাজ! আমি বিমাতা বটে, কিন্তু আমার মন তেমন নয়। ভগবান আমায়—করেছেন, কাজেই নরেন্দ্রের মুখ পানে চেয়ে থাক্‌তে হয়। মহারাজ, যুবরাজ আমায় ভাল বাসুন আর না বাসুন, আমি তাঁকে আপনার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

মালতী।—(করযোড়ে) মহারাজ! মন্ত্রী বৈশম্পায়ন কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বীরেন্দ্র।—কি আপদ! যদি ক্ষণকাল অন্তঃপুরে এসেছি, এখানেও প্রধান মন্ত্রী! ক্ষণ কাল স্থির থাক্‌তে দেন্ না। ওঁরাই আমারে পাগল কল্লেন!

রেবতী।—এ কেমন কথা! কাজ থাক্‌লে আস্‌বেন না। মন্ত্রিবর যখন অন্তঃপুর পর্য্যন্ত এসেছেন, তখন বিশেষ কোন দরকার না থাক্‌লে কখনই আস-তেন না। আপনি না যেতে পারেন, মন্ত্রিবরকে আস্‌তে অনুমতি করুন।

বীরেন্দ্র।—(আগ্রহ পূর্ব্বক) মালতি! তবে মন্ত্রিকে ডাক্।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

বৈশ।—(কর যোড়ে) রাজা বিজয় সিংহ দূতের দ্বারা মহারাজের কাছে এই পত্র পাঠিয়াছেন।

বীরেন্দ্র।—পত্র শেষে শোনা যাবে, দূত মুখে কি বল্লে?

বৈশ।—বিজয় সিংহের কন্যা বসন্তকুমারী—(নরেন্দ্র মন্ত্রীর মুখপানে দৃষ্টি করিলেন) স্বয়ম্বরা হবেন, অন্য দেশীয় রাজপুত্রগণ সেই সভায় আহূত হবেন, বিজয়সিংহ বসন্তকুমারীর একখানি ছবি আর এই পত্র মহারাজের নিকট পাঠিয়াছেন।

বীরেন্দ্র।—আচ্ছা, পত্র পড়।

বৈশ।—(পত্র পাঠারম্ভ)

প্রিয়তম্ রাজন্!

আমার প্রাণাধিকা দুহিতা বসন্তকুমারীর স্বয়ম্বর। কন্যা আপনার ইচ্ছানুসারে স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। অতএব তাঁহার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আপনার সমীপে প্রেরণ করিতেছি, অধীনস্থ রাজকুমারগণকে স্বয়ম্বর-সভায় প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন, আর প্রাণাধিক কুমার নরেন্দ্র এবং আপনিও সভাস্থ হন, এই আমার নিতান্ত অভিলাষ।

একান্তই আপনার

বিজয়সিংহ

বীরেন্দ্র।—ভোজপুর অধিপতি এই বারে অতি সুবিবেচনার কার্য্য করেছেন, এতে কোন পক্ষেরই

আপত্তি থাক্‌বে না! মন্ত্রিবর! আমার শরীর ত সর্ব্বদাই অসুস্থ; তুমি লোক জন সঙ্গে দিয়ে নরেন্দ্রকে ভোজপুরে প্রেরণ কর। (কুমারের প্রতি) বৎস নরেন্দ্র! সকলি ত শুন্‌লে, ভোজপুর অধিপতির কন্যা স্বয়ম্বরা হয়েছেন।

(নরেন্দ্র পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া অধোবদনে প্রস্থান।)

বীরেন্দ্র।—তবে এক্ষণে চলুন, সভায় গিয়ে সভাস্থ সভ্যগণ সহিত অন্য বিষয়ের পরামর্শ করা যাক্। নরেন্দ্রকুমারকে বিশেষ জাঁক জমকের সহিত ভোজপুরে পাঠাতে হবে। (রাজার গাত্রো-খান—মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া) মন্ত্রিবর! চিত্র-পটখানি কুমার নরেন্দ্রের কাছে পাঠিয়া দেও।

রেবতী।—না না মহারাজ! তা হবে না, পটখানি আমার কাছেই থাক্। যদি বিধাতা এঁকেই (পটের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) আমাদের পুত্রবধূ করেন, তা হলে আমি সেই চাঁদ মুখে দেখে আগেই সাধ মিটিয়ে নিই। পটখানি আমার কাছেই থাক্, আমি যত্ন কোরে তুলে রাখ্‌বো। আর মাঝে মাঝে বুকে রেখে প্রাণ জুড়াবো।

বীরেন্দ্র।—আচ্ছা, তবে তোমার কাছেই থাক্, কিন্তু

নরেন্দ্রকে একবার দেখালে আমি বোধ করি ভাল হতো।

রেবতী।—না মহারাজ! দেখ্‌লে ভাল হতো না, শুনেই ভাল হবে।

বীরেন্দ্র।—আচ্ছা মন্ত্রিবর! কুমারকে গিয়ে বল, রাজকুমারী বসন্তকুমারী অতি সুন্দরী, তাঁর স্বয়ম্বর সভায় অবশ্যই যেন তাঁর যাওয়া হয়।

রেবতী।—(মন্ত্রীর প্রতি) না মন্ত্রিবর! তা বলো না। কেবল এই কথা বোলো, ভোজপুরের রাজা নিমন্ত্রণ করেছেন, তোমায় নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে যেতে হবে।

বীরেন্দ্র।—মন্ত্রিবর! তবে চল আমরা যাই

[রাজা ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

রেবতী।—বাঁচ্‌লুম, আপদ গেল! রাজা যে ক্ষণকালও চক্ষের আড়াল কর্ত্তে চান্ না, সে যে ভারি বিপদ। কেবল কথায় ভুলাতে চান, এও কি কখনো হয়। আমি কি কথায় ভুলি। মুখের কথাতে কিবা হয় অবলা সরলা কোথা, সুধু কথায় ভুলে রয়।

মালতী।—রাজমহিষি! একটু সুর করে বলো।

রেবতী।—হতভাগী! এখন কি আমার সুরের সময় আছে। সুর করে বল্‌তে আমার লজ্জা করে।

মালতী।—বলই না কেন, এখানে আরত কেউ নাই, আর কেই বা কি বলবে ?

রেবতী।—তবে বলি, কিন্তু সে ও না বলার মত।

রাগিনী সুরট ;—তাল কাওয়ালী।

স্বজনী লো মুখের কথাতে কিবা হয়।
প্রাণে আর কত সয়, অবলা সরলা কোথা
সুধু কথায় ভুলে রয়॥
নবীনা যুবতী আমি,
অন্ত দন্ত হারা স্বামী,
অন্ত জানেন অন্তর্যামী,
মধু প্রেম বিষময়॥
মনো যারে নাহি চায়,
বিধি মিলাইল তায়,
করি সখী কি উপায়,
প্রেমানলে প্রাণ দয়॥

মালতী।—(গালে হাত দিয়া অধোবদনে) হাঁ, তাই ত ! (চিন্তা)

রেবতী।—তুই আবার ভাবছিস কি ? (বসন্তকুমারীর পট লইয়া) দেখ দেখি, এ পটখানি কেমন ?

মালতী।—এ কার ছবি ? তোমার ছবি ?

রেবতী।—দূর হতভাগি ! এতক্ষণ কি শুনলি ?

মালতী।—আমি কিছুই শুন্‌তে পাই নি। আরও যাও শুনেছি, দোহাই ধর্ম্মের, কিছুই বুঝতে পারি নি। মাইরি পারি নি।

রেবতী।—(হাস্য করিয়া) কিছুই বুঝতে পারিস নি ? ও আমার দশা! কিছুই বোধ সোধ নেই! তোর সম্মুখে এত কথা হলো, কিছুই বুঝতে পাল্লিনে! মরণ আর কি।

মালতী।—ঠাক্‌রুণ। তোমার পায়ে ধরি, এ ছবিটি কার বল।

রেবতী।—ভোজপুরের রাজা বিজয়সিংহের মেয়ের ছবি।

মালতী।—বল কি ? আঁা ?—মানুষে কি এমন সুশ্রী হতে পারে ? আমার ত বিশ্বাস হয় না। তুমি যা-ই বল, আমি বলছি, এ ছবিটি ঠিক নয়। লোকের মন ভুলাবার জন্যে মিছে করে একেছে। যদি সত্য হয় তবে সে মেয়ে কখনই মানুষ নয়, কখনই না, নিশ্চয় দেবকন্যা। তা যা হোক মহারাজ তোমায় এ ছবিখানি কেন দিলেন ?

রেবতী।—দিলেন সাধে ? সহজে দিয়েছেন ? আমি জোর করে রেখেছি। রাজা বিজয় সিংহেরইচ্ছা মেয়েটি নরেন্দ্রকেই দেন। ঠিক জানি না;

ভাবে বুঝাতে পাচ্ছি, আর আমাদের রাজারও যেন ইচ্ছা তাই। সেই জন্যে ছবিখানি নরেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছেন, আমি দেখি, বিষম বিভ্রাট; নরেন্দ্রের বিয়ে হলে যে এই রাজ্যের রাজা হবে, তা হলে আর আমার মান গৌরব কিছুই থাকবে না, আর যা হবে, বুঝতেই পাচ্ছ।

মালতী।—কেন থাকবে না মহিষী? কুমার তোমায় যে রকম মান্য করেন, তাতে তিনি বিয়ে কল্লেই যে একবারে মায়া দয়া কাটাবেন, এ ত আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

রেবতী।—তুই যা বলিস্ মালতী! কিন্তু আমার ত সন্দেহ ঘুচে না।

মালতী।—এত সন্দেহ কি তোমার?

রেবতী।—সে আমার আত্মাই জানে, আর আমিই জানি।

মালতী।—রাজমহিষি! তাতেইবা বিশ্বাস কি? বসন্তকুমারী স্বয়ম্বরা হয়ে কার গলায় মালা দেবে, তা কে জানে? সে জন্যে তোমার এত সন্দেহ কেন? হাঁ, তবে যদি জান্‌তেম, সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে, যুবরাজই বর হয়েছে, এ বিয়ে হবেই হবে, তবেই যা হোক্। এ ত তা নয়। এটি বারয়ারি বিয়ে, কার কপালে কি আছে,

বসন্তকুমারী যে কার হবে, আমি আন্দাজ করি বসন্তকুমারীও তা জানে না। এর জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন ? এখনই কি ?

রেবতী।—তুই বলিস কিরে ! শত শত রাজপুত্রের মধ্যে নরেন্দ্রকুমার যদি অতি মলিন বেশেও সভার এক পাশে বসে থাকেন, আর এই মেয়েটি যদি (পেটের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) যথার্থই রমণীকুলে জন্মগ্রহণ করে থাকে, মুনি-কন্যাই হোক্, আর দেবকন্যাই হোক্, বিধি যদি উপযুক্ত নয়ন দিয়ে থাকেন, তা হলে সভা মধ্যে নরেন্দ্রকুমার ভিন্ন আর কাউকেই চক্ষে দেখ্‌বে না ; যুবরাজকে মালা পরাতে হবে। পটে যেরূপ দেখা যাচ্ছে, এর চেয়েও যদি সে শত গুণে রূপবতী হয়, নরেন্দ্রকুমারের মুখপানে একবার নয়ন পড়্‌লে যে ফিরে উলটে পলক ফেল্‌বে, সে পথ আর থাক্‌বে না। যতই কেন লজ্জাশীলা হোক্ না, একদৃষ্টে সেই মুখপানে চেয়ে থাক্‌তেই হবে।

মালতী।—দেখবো যুবরাজ ত ভোজপুরে যাবেন, কি করে আসেন, শেষেই দেখো এখন আর কিছুই বল্‌বো না ; দু দিনের চাঁদ হলে ঘরে বসেই দেখ্‌তে পাব।

রেবতী।—চুপ কর, ও কোন কাজের কথা নয়, তুই দেখিস্। যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যান, তবে সে বসন্তকুমারীর ক্ষমতা কি যে, নরেন্দ্রকে ফেলে অন্য পুরুষের গলায় মালা পরাতে পারে, ওলো তুই দেখিস্ দেখিস্, যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যায়, (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! আমি ধর্ম্মের দিকে ফিরেও চাইলেম না? লজ্জার মাথা খেয়ে সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে, কলঙ্কভার মাথায় বহন কর্‌তে হবে; লোকের গঞ্জনা সৈতে হবে, অধর্ম্মে নরকে পুড়্‌তে হবে। এসকল ভেবেও রাজকুমারের প্রতি মন সমর্পণ কল্লেম, কিন্তু তিনি ত আমার পানে একবারও চাইলেন না। আমার সম্মুখে যতক্ষণ ছিলেন, আমি একবার চক্ষের পলক উল্‌টাতে পারি নি, কিন্তু তিনি ত মুখ তুলেও চাইলেন না। ধিক আমার জীবনে। যদি এই রমণী (পটের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) তাঁর প্রণয়িনী হয়, তা হলে আমার মনের আশা পূর্ণ করা দূরে থাক্ ফিরেও চাইবেন না। দিনান্তে কি মাসান্তে আমার কথা মনে আর কর্‌বেন না। হা! সকল আশাই নিরাশ হল। মালতি! এর উপায়? আমি ত আর বাঁচি না

মালতী।—উপায় আর কি? একেবারে ক্ষান্ত দেওয়াই উপায়। কেন দু দিনের তরে গঞ্জনার ভাগিনী, পাপের ভাগিনী, কলঙ্কের ভাগিনী হতে চান, মলেও যে এ কলঙ্ক যাবে, তা মনে করো না, ব্রহ্মাণ্ড যত দিন থাক্‌বে, তত দিন এ কলঙ্ক যাবার নয়।

রেবতী।—তুই যাই বলিস, প্রাণ কোন মতে ধৈর্য্য মানে না। ভাগ্যে যাই থাক্ যুবরাজকে পত্র লিখে মনের ভাব জানাব, এতে বিধি কপালে যা ঘটান, তাই স্বীকার—ভয় কি? একদিন ত মর্‌তেই হবে, তাতে আর এত ভয় কি?

মালতী।—কি বলে পত্র লিখ্‌বে?

রেবতী।—যা মনে হয়, তাই লিখ্‌বো। তুই শীঘ্র আমার লিখনের উপকরণ নিয়ে আয়।

(মালতীর প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরেলিখনের সমস্ত উপকরণ লইয়া উপস্থিতি)

মালতী।—এই নিন্।

(রেবতী পত্র লিখিতে আরম্ভ)

রেবতী।—(স্বগত) কি লিখি? (কালী লইয়া লেখনী কাগজে স্পর্শ) যা মনে হয়েছে, তাই লিখি। (লেখনি দন্তে স্পর্শ করিয়া চিন্তা) লিখ্‌বই, অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, (লিখিতে আরম্ভ—

তিন চার ছত্র লিখিয়া কাগজখানা দ্বিখণ্ড করে মুচড়ে নিক্ষেপ এবং পুনরায় লিখিতে আরম্ভ)

মালতী।—(কেঁচে বাধা দিল)

রেবতী।—দূর হতভাগী! সব নষ্ট করলি। বাধা মানাই চাই। (কিঞ্চিৎ পরে লিখিতে আরম্ভ, দুই তিন ছত্র লিখিতেই লেখনি ভাঙ্গিয়া গেল, লেখনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তুই আজ ভেঙ্গে গেলি? (সক্রোধে লেখনী দুই খণ্ড করিয়া নিক্ষেপ) আর লিখব না, এত বাধা পড়্‌ছে আর লিখব না। (দণ্ডায়মান) মালতি! এ সব কাগজপত্র নিয়ে যা, আজ আর লিখ্‌ব না। কি জানি——

মালতী।—(লিখনের উপকরণ লইতে অগ্রসর।)

রেবতী।—রাখ! রাখ! (উপবেশন, পুনরায় কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ, ক্ষণকাল পরে পত্র লেখা শেষ হইল) দেখি কোন পথে।

মালতী।—কি লিখ্‌লেন, আমায় একটু শুনান।

রেবতী।—শুন্‌বি, তবে শোন।

(পত্র পাঠারম্ভ)

যুবরাজ চিনিতে কি পারিবে আমায়।
যে দিন প্রমোদ বনে দেখেছি তোমায়॥
শরৎকুমার সনে গলা গলি করি।
বেড়াইতে ছিলে দোঁহে হাত ধরাধরি॥

সে দিন নয়ন কোণে হেরিয়ে তোমায়।
একেবারে মজিয়াছি প্রণয় মায়ায়॥
পার কি না পার তুমি চিনিতে এখন।
মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণধন॥

মোহন নয়ন বাণে বিঁধিয়ে নয়ন।
কোথা লুকাইয়া গেলে নাহি দরশন॥
একেঁছি হৃদয় পটে প্রতিমা তোমার।
ভুলিবনা কভু তাহা ভুলিবনা আর॥
সে রূপ মাধুরী প্রাণ ভুলিতে কি পারি।
লহরী খেলিছে যেন সাগরের বারি॥
দূরে যায় ফিরে আসে লহরী যেমন।
তেমনি তোমায় আমি জানি প্রাণধন॥

বলে কি জানান যায় মনের বেদন।
যে ভুগেছে সেই জানে যাতনা কেমন
তদবধি ভুগিতেছি আমি অভাগিনী।
খেতে স্তুতে সুখ নাই দিবস যামিনী।
হেরিয়ে মোহন রূপ ভুলিয়াছে মন।
হৃদয়ে রয়েছ গাঁথা মুরতি মোহন॥
ভুলেছ, কটাক্ষ শরে হরে নিয়ে মন।
মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণধন।

বিরহিণী একাকিনী ছিলাম কাননে
যে দিন ভ্রমিতেছিলে শরতের সনে

মালতী আমার সনে ছিল সে সময়॥
সাক্ষি দিবে কটাক্ষের মিথ্যা কথা নয়॥
চুরি করিয়াছ মন হইয়াছ চোর।
তদবধি মন চুরি হইয়াছে মোর॥
জপিতেছি কতদিনে হইবে মিলন।
বাঁচাও বাঁচাও প্রাণ প্রিয় প্রাণধন॥

তোমারই প্রেমাভিলাষিণী
রেবতী।

মালতী।—বেশ হয়েছে। এখন দেখ্‌ব, যুবরাজ আমার উপর কেমন করে চোক্ রাঙান।

(রাজার প্রবেশ)

মালতী।—(নিঃশব্দে দূরে দণ্ডায়মান)।

বীরেন্দ্র।—(রেবতীর হস্তে পত্র দেখিয়া) প্রিয়ে! কোথায় পত্র লিখ্‌ছ?

রেবতী।—(সক্রোধে) সে কথায় তোমার কাজ কি?

বীরেন্দ্র।—বল না কোথায় লিখেছ, বল, আমার মাথা খাও বল। কোথায় লিখ্‌ছ?

রেবতী।—আমি বল্‌বো, না, যাও, আমি বল্‌বো না, যে কথা বলবো না, সে কথায় তোমার আবার কথা কেন, আর মাথা খাওয়াই বা কেন?

বীরেন্দ্র।—(হঠাৎ রেবতীর হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ) কেমন এই ত নিয়েছি।

রেবতী।—(ম্লান মুখে রাজার মুখ দর্শন)

বীরেন্দ্র।—(ভয়ে) প্রিয়ে। বিরক্ত হলে ?

রেবতী।—(দুঃখিত স্বরে) বিরক্ত হব কেন ? হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিলেন, আপনি চাইলে আর আমি দিতুম না ! (অশ্রু পতন)

বীরেন্দ্র।—বড় অন্যায় করেছি। তোমার অসম্মতিতে পত্রখানা হাতে থেকে কেড়ে নেওয়া বড়ই অন্যায় হয়েছে। প্রিয়ে ! ক্ষমা কর, পত্র নেও। (পত্র দিতে হস্ত অগ্রসর)

রেবতী।—(সক্রোধে রাজার হাতে আঘাত করিয়া) আমি পত্র চাই নে। আপনি আমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিয়েছেন, ঐ পত্র আবার আমি হাতে করবো ?

বীরেন্দ্র।—তোমার পায় ধরি। পত্র ধর, আমার অপরাধ হয়েছে। (পত্র রেবতীর সম্মুখে লইয়া) ক্ষমা কর, আর কোন দিন এমন হবে না। প্রিয় মার্জ্জনা কর।

রেবতী।—(পত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ) আমি আবার ———কখনই————

বীরেন্দ্র।—(অতি ত্রস্তে পত্র আনিয়া রেবতীর পদ ধারণ) প্রিয়ে ! তোমার পায় ধরি, ক্ষমা কর, আমি যদি আগে জানতুম যে, এতদূর পর্য্যন্ত

যাবে, তা হলে পত্র নেওয়া দূরে থাক্ ছুঁতুমও না। পায় ধরি—নেও, আর মনে ব্যথা দিও না।

রেবতী।—(রাজার হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ।)

বীরেন্দ্র।—তোমার পায় শত নমস্কার বাপরে, এক মুহূর্ত্ত মধ্যে আমায় একবারে ত্রিভুবন দেখি-য়েছো।

রেবতী।—(হাস্যমুখে) পত্রের কথা শুন্‌বে।

বীরেন্দ্র।—না না, আমি আর শুন্‌তে চাইনে। তোমার পায় ধরি গো আর শুন্‌তে চাইনে।

রেবতী।—না-না শুনুন্, আপনি মনে মনে দুঃখিত হবেন, তা আর কাজ কি, শুনুন্।

বীরেন্দ্র।—তোমার ইচ্ছা হয়, ক্ষতি নাই ; কিন্তু আমি আর কিছু বলব না।

রেবতী।—আমার যে ছোট ভগ্নী আছে তা আপনি জানেন্ ত ?

বীরেন্দ্র।—জান্‌বো না কেন ?

রেবতী।—আমার বিবাহ হওয়াবধি তার সঙ্গে আর দেখা নাই। অনেক দিন হলো, কোন সংবাদও পাই নেই, মনটা আজ্‌কে বড় অস্থির হয়েছিল, তাকেই এই পত্র লিখেছি।

বীরেন্দ্র।—প্রিয়ে! তুমি যদি বিরক্ত না হও, তবে আর একটি কথা বলি।

রেবতী।—বলুন।

বীরেন্দ্র।—তোমার ঐ কমল-কর-বিনির্গত পত্রখানি পাঠ করে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন কর।

রেবতী।—তা আর হানি কি? আপনি শুন্‌বেন, তাতে ক্ষতি কি? আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নহে। শুনুন।

(মনঃকল্পিত রূপে হস্তস্থিত পত্র পাঠারম্ভ।)

প্রিয় ভগিনী!

দীর্ঘকাল তোমার কুশল সমাচার অপ্রাপ্তে যারপরনাই দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমি পরাধীনী। রাজার বিনানুমতিতে পদ সঞ্চালনেরও ক্ষমতা নাই। তুমি অবশ্যই মনে করেছ যে, দিদি রাজরাণী হয়ে সুখে কাল কাটাচ্ছেন! সে কথা মনেও করো না। আমি সুখী হই নাই। কারণ তুমি যদি আমার নিকটে থাকৃতে তাহলে যথার্থ সুখভোগিনী হতেম্। ভগিনী! সেই যখন আমার বিবাহ হয় নাই, দুজনে একত্রে কত খেলা করিয়াছি। পুতুল বিয়ে দিয়ে তুমি আমি কত সম্বন্ধ পাতেছি, সেই সকল পূর্ব্ব কথা মনে হলে কিছুতেই সুখ বোধ হয় না। এ অতুল্য সুখও যেন সে সময় বিষময় বোধ হয়, রাজভোগ তখন আমার বিষবৎ বোধ হয়, রাজা অত্যন্ত ভাল বাসেন বলেই কিঞ্চিৎ সুস্থ আছি। নচেৎ আমার যে কি দশা হতো, তা বিধাতাই জানেন। যত শীঘ্র শীঘ্র পার, তোমার শুভ সংবাদ লিখিয়া আমায় সুখী করিবে।

তোমারই—রেবতী।

বীরেন্দ্র।—বেশ লিখেছ! খাসা কেন হবে না? প্রিয়ে তুমি যে এমন লিখ্‌তে পার, আমি স্বপ্নেও জান্-

তেম না। যা হোক, শুনে বড় সুখী হলেম। তুমি বস আমি আস্ছি।

[প্রস্থান।

মালতী।—প্রণাম করি তোমার পায় দণ্ডবৎ হই! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। রাজা যখন তোমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিলেন, আমার প্রাণ তখনই উড়ে গিয়েছিল,—মনে কর্লেম আজ সর্ব্বনাশ হলো।

রেবতী।—ওলো! (হাসিতে হাসিতে) সেকেলে বুড়রা কি এ কেলে মেয়েদের চাতুরী বুঝ্তে পারে? দেখ্লি ত রাজাকে কেমন জব্দ করেছি, কেমন ঠকিয়েছি? তা যা হোক্, পত্রখানা আজকেই যুবরাজকে দিবি মালতী সাবধান, একটি প্রাণীও যেন টের না পায়। তা হলে তোমারই মাথা আগে কাটা যাবে। (শিরোনামা দিয়ে মালতীর হস্তে প্রদান।)

পটক্ষেপণ।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিনী সুরট,—তাল কাওয়ালী

যুবরাজ দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণ
যায় যায় যায় প্রাণ।

সহেনা সহে না আর তব অদর্শন বাণ ॥
হেরিয়ে প্রমোদ বনে,
মরিতেছি মনাগুণে,
মনে করি ত্বরা আসি, কর প্রেম বারি দান।
তোমারি মিলন আশে,
সুখ নীরে প্রাণ ভাসে,
ভাসায়ো না দুখঃ নীরে, দুঃখিনী রেবতীর প্রাণ

তৃতীয় রঙ্গভূমি।

ভোজপুর ;—রাজা বিজয়সিংহের বাটী ;—
বসন্তকুমারীর শয়নমন্দির ;—
বসন্তকুমারী আসীনা।

বসন্ত।—(স্বগত) আজকেই আমার জীবনের শেষ। আজই আমার—! ভগবান্! তুমিই রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই অবলার আশ্রয়! সতীত্ব রক্ষার তুমিই একমাত্র উপায়। নাথ! তুমি কৃপানেত্রে অব-

লোকন না কোল্লে দাসীর আর উপায় নাই। যাঁরে স্বপ্নে দেখেছি, তাঁরে সভায় যদি দেখ্‌তে না পাই, তবে এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না।

(মেঘমালার প্রবেশ)।

মেঘ।—তুমি একলা বোসে কি ভাব্‌ছ ? চুপে চুপে কি বলছো ? এখানে ত কেউ নাই। কাকে কিবল ? তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক হয়েছি, ছি ! তুমি ত আর অবোধ নও, আজ তোমার বিয়ে, তোমার এ দশা কেন ? বলত তোমার এ বেশ কেন ? ছি ছি ! বড় ঘৃণার কথা ! বেশ করে সাজগোজ কর্‌বে, সর্ব্বদাই হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে মন খুলে মনের আমোদে কথা কৈবে, হাসি খুসি করে ক্রমে দিন কাটাবে। তা নয়, আজ যেন চির-দুঃখিনী বিরহিনী সেজেছ।

বসন্ত।—সখি ! আমি সাধে এরূপ হয়েছি আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই, মনে সুখ নাই, কেবল দিবানিশি চিন্তাসাগরেই ডুবে রয়েছি। দেখ্ না ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি একেবারে সারা হলেম। আমি কি আর আমাতে আছি।

মেঘ।—এত ও জান ! তোমার কিসের চিন্তা ? আর ভাব্‌ছই বা কি ? তোমার রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে

বিয়ের মুখ দেখ্‌তে না দেখ্‌তে আগেই চিন্তা সাগরে ডুব দিলে ?

বসন্ত।—(দুঃখিত স্বরে) বিবাহই আমার কাল হয়েছে বিবেচনা কর, আমি স্বপ্নে যারে বরণ করেছি, কণ্ঠহার গলায় পরিয়েছি, তাঁর দাসী হব, তাঁর চরণ সেবা কর্‌বো, এই বলে একাল পর্য্যন্ত দেবতার আরাধনা কর্‌ছি, এই পোড়া চক্ষের আড়াল হবে বলে প্রেম-তুলিকায় চিত্তপটে লিখে রেখেছি, সেই জীবনসর্ব্বস্ব পতিভ্রমে যদি অন্য পুরুষের গলে মালা অর্পণ করি, তবে ত সতীত্ব গৌরব একেবারে গেল ! সখি ! তুমি নিশ্চয় জেন, যদি আমার সেই চিত্ত-অঙ্কিত রূপ সভায় নয়ন-গোচর না হয়, তবে সেই খানেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো। এ জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

মেঘ।—তুমিও যেমন পাগল হয়েছ, কাকে করে স্বপ্নে দেখেছিলে, না জেনে না শুনে তাকে মন দিয়ে বসে রয়েছ ! স্বপ্নও কি কখন সত্য হয় ? স্বপ্নে কণ্ঠহার বদল করেও কি কেউ বিয়ে করে ? এও কি একটা কথার মত কথা ? ওসব কথা ছেড়ে দেও, আমার কথা শুন ও চিন্তা দূর কর, কত রাজপুত্র সভায় উপস্থিত থাক্‌বেন, যাঁকে

তোমার চক্ষে দেখ্‌তে ভাল বোধ হয়, তাঁর গলে মালা দিও। এত আর কেউ ধরে বেঁধে বিয়ে দিচ্ছে না, তোমারই হাত, তোমারই চক্ষে যাকে ভাল দেখায় তারই গলে মালা দিও।

বসন্ত।—(বিরক্ত ভাবে) যাও, ও সকল কথা মুখে এনো না, ওকথায় আমি বড় ব্যথা পাই। আমি যাঁর দাসী, তাঁরি গলায় মালা দিয়েছি। তিনিই আমার প্রাণ তিনিই আমার জীবন যৌবনের অধিকারী, তিনিই আমার প্রাণের ঈশ্বর, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, তাঁর করে জীবন সমর্পণ করেছি তা নয় স্বপ্নেই বা হলো, তাতে ক্ষতি কি? তাঁরেই আমি পতি বোলে সম্বোধন করেছি যদি তাঁকে সভায় না দেখতে পাই, যা মনে আছে তাই কর্‌বো।

মেঘ।—দেখ্‌বো দেখবো। বল্‌তে সহজে গড়ে উঠা কঠিন। আচ্ছা, তুমি যে স্বপ্নে কণ্ঠহার গলে পরিয়েছ, করস্পর্শ করেছ, পতি বলে সম্বোধন করেছ, তোমায় কিছু পরিচয় দেন নাই?

বসন্ত।—কেন দিবেন না? অবশ্যই পরিচয় দিয়েছেন তুমি শুন্তে চাও, আমি একাল পর্য্যন্ত সে নাম কারো কাছে ফুটি নি, মনের কথা মনেই আছে,

আজ নাচারে পড়ে তোমার কাছে ভাঙছি। সখি! আমি যেমন যত্নে রেখেছি, তুমিও আমার হয়ে প্রাণনাথের নাম সযত্নে হৃদয় ভাণ্ডারে রাখবে।

মেঘ।—তুমি এত সন্দেহ কোচ্চ কেন? আমি কোন দিন কোন কথা জিহ্বাতেও আন্‌বো না। যদি ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তখন প্রকাশ কোরবো।

বসন্ত।—সখি! আমার জীবনসর্ব্বস্ব এই প্রকারে পরিচয় দিয়েছেন। সত্য মিথ্যা তিনিই জানেন। রাজা বীরেন্দ্রসিংহের পুত্র, নাম নরেন্দ্রকুমার। (অশ্রুপতন)

মেঘ।—এও ত ভারি জ্বালা! আমি কেন নাম জিজ্ঞাসা করে তোমায় কাঁদালেম। এ কি! নাম বলেই কাঁদ্‌ছো কেন? আজ আনন্দাশ্রু নির্গত হবে, না অনিবার দুঃখের বারি দর দর করে পড়্‌ছে। এ বড় দুঃখের কথা! আমি মিনতি করে বল্‌ছি, তুমি আর কেঁদো না। (অঞ্চল দ্বারা বসন্তকুমারীর চক্ষু মার্জ্জন)

বসন্ত।—বল্‌বো কি সখি। প্রাণনাথের নাম মনে পড়্‌লে কোথা থেকে হুহু শব্দে চক্ষে জল এসেপড়ে। কত রূপে নিবারণ চেষ্টা করি, সকলই বিফল হয়।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

(বসন্তকুমারী পিতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

বিজয়।—এ কি! আজ তোমার মলিন বেশ কেন! আজ তোমার মলিন বদন দেখে মনে বড়ই বেদনা হোচ্ছে। আজ তুমি স্বয়ং বর গ্রহণ কর্‌বে, তোমায় কি এই বেশে থাক্‌তে হয়? অপর সাধারণ তোমার জন্য সন্তোষ হৃদয়ে উত্তম উত্তম বেশ ভূষা কর্‌ছে, মা তুমি কেন ম্লান মুখে মলিন বেশে রয়েছ? তোমার কিসের দুঃখ মা! আজ তুমি ভাল কাপড় পর্‌বে, মণিময় অলঙ্কারে ভূষিতা হবে, বেশ বিন্যাস কর্‌বে, না—তোমার সকলি বিপরীত দেখ্‌তে পাই। সহচরীরা! তোরা কোথায়? আমার বসন্ত কুমারীকে সাজিয়ে দে। এই সমস্ত কারুকার্য্য খচিত বসন, এই সমস্ত মণিময় অলঙ্কার এনেছি, তোরা সকলে মনের মত কোরে আমার বসন্তকে সাজিয়ে দে।

বসন্ত।—পিতঃ! ও সকল বসন ভূষণে আমার কাজ নাই। কৃত্রিমরূপ অপেক্ষা ঈশ্বরদত্ত রূপই প্রশংসনীয়। শত খণ্ড হীরা মাথায় দিলেই যে গৌরবিনী হলো তা নয়, নারীজাতীর সতীত্বই যথার্থ গৌরব, পতিভক্তি-ভূষণই রমণীর প্রধান

ভূষণ। মণিমুক্তা অলঙ্কারে সুরূপাকেই অধিক সুন্দরী দেখায়, কিন্তু পতিভক্তি অমূল্য ভূষণে সুরূপা কুরূপা উভয়েই সুন্দরী। যে অলঙ্কারে কুরূপাকেও সুরূপার সমান করে, সেই অলঙ্কারই অলঙ্কার। দেশীয় রমণীগণ যে কেন স্বর্ণ অলঙ্কারকে এত আদর করে, তার ভাব আমি কিছুই জানি না। পিতঃ, লজ্জাই অবলার অমূল্য বসন। এ সকল জেনেও যে, রমণীগণ কারুকার্য্যখচিত বসনে অবগুণ্ঠন দ্বারা লজ্জা প্রকাশ করেন, এ বড় লজ্জার কথা। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুণ। আমি ও সকল অহঙ্কারপূর্ণ বসনভূষণ অঙ্গে ধারণ করে গৌরবিনী হতে বাসনা করি না। মিষ্ট ভাষিণী নম্রস্বভাবা সত্যবাদিনী ধীরা এবং স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হলেই যখন তাঁর প্রণয়িনী হওয়া যায়, তখন কৃত্রিম বেশভূষায় স্বামীর ভাল বাসা হতে ভালবাসি না।

বিজয়।—বাছা বসন্ত! তোমার এই মধুমাখা কথা শুনে, আমার শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়াল। প্রাণাধিকা হেমন্তকুমারীর আর রাণীর মরণ হঠাৎ মনে পড়েছিল, তোমার এই সুশ্রাব্য কথা কটি শুনে এতদূর সুখী হয়েছি যে, সে সকল কথা কিছুই মনে নাই। মা! তুমি আমার কুলের গৌরবিনী

কন্যা, তুমি আমার বংশের উজ্জ্বল মণি, মা! তুমি আমার শতপুত্রসম এক কন্যা জন্মেছ। তোমা হতে বিজয়সিংহের বংশ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হবে। দেখ মা! আমি তোমার পিতা, আমার কথাও ত রক্ষা কর্‌তে হয়। মা! আমি বারে বারে বল্‌ছি, তুমি বেশভূষা কর। সখীরা! তোরা কোথায়? বসন্তকে সাজিয়ে দে।

[প্রস্থান।

মেঘ।—রাজকুমারী! অলঙ্কার ত পর্‌তে হলো? আর না বল্‌তে পার্‌বে না।

বসন্ত।—কি করি, পিতার আজ্ঞা।

(পট পেক্ষণ।)

চতুর্থ রঙ্গভূমি।

ভোজপুর;—রাজপ্রাসাদ;—আহুত যুবরাজগণ;
—এবং কাশ্মীর নর্ত্তকী-দ্বয়ের নৃত্য
ও হিন্দি গান।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—(কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে)

জয় হোক্ মহারাজ ইন্দ্রপুর-পতি
ভুবনে বিখ্যাত বীর-বীরেন্দ্র কেশরী!
তোমারি শোভনে আজ শোভে রাজসভা—
অপূর্ব্ব শোভার হার শোভে যথা নভে।
দেবরাজ পুরন্দর স্বর সিংহাসনে
রাজিছে রাজন তব ভাতি মনোহর,
এ মহীমণ্ডলে আজি, রতন যেমতী
রাজে রত্নাকর-করে, বিপিন মাঝারে।
অপূর্ব্ব শোভায় শোভে মরকত মণি।
রহ রহ রাজগণ রহ ক্ষণ তরে,
ভঙ্গ দেও প্রেমানন্দে আজিকার মত।
অয়ি! স্বরঙ্গিনীবালা নাচিও না আর,
বাজনা বিরাম দেও রাজ বাদ্যকর,
আসিছেন রাজবালা সভা মধ্য খানে।

সঙ্গ সহচরী দ্বয় জগত মোহিনী,
যেমন বিদ্যুৎলতা বাসন্তী গগনে।
সাজায়ে বরণ ডালা অগুরুচন্দন,
মনোহর ফুলমালা সুবাসিত জল.
ছত্রধারী চামর সেবি, সহাস্য আননা।
ওই দেখ আসিছেন বসন্তকুমারী।
নয়ন খেলিছে যেন যুগল খঞ্জন,
নীল শতদলে যথা যুগল ভ্রমর,
তেমনি শোভিছে মার মুখ শতদল।
আমরি আমরি যেন প্রকৃত আপনি
জগতের যত শোভা একঠাঁই করি
এনেছেন শোভিবারে রাজ তনয়ায়।
নবীন যৌবন বালা বসন্তকুমারী।
রহ রহ রাজগণ দেখ নিহারিয়া,
আসিছেন রাজকন্যা বিকাশি বদন.
অকলঙ্ক চাঁদ যেন উদয় মহীতে
হইল, মোহিতে আজ তোমা সবাকায়।

[প্রস্থান

(সহচরীদ্বয়সঙ্গে বসন্তকুমারীর সভায় প্রবেশ,—প্রথমে মলিন বদনে চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টি,—হঠাৎ নরেন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়া পূর্ণানন্দে নরেন্দ্রকুমারের গলায় মাল্য দান—এবং সভাস্থ সকলের সন্তোষ-সূচক করতালি)

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

বিজয়।—মা! আমি মহা সুখী হলেম। উপযুক্ত পাত্রের গলাতেই মাল্য অর্পণ করেছ। আজ আমার আশা পূর্ণ হলো। বৎস নরেন্দ্র! (সরোদনে) আমার সর্ব্বস্বধন, আমার যত্নের রত্ন, বসন্তকে তোমার হস্তে সমর্পণ কল্লেম। আমার বসন্ত—(বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া নরেন্দ্রের হস্তে দান, সভাস্থ সকলে সহর্ষে করতালি এবং নেপথ্যে বিবিধ বাদ্য ও উলুধ্বনি)

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর ;—রাজ-বাটী ;—রেবতীর শয়নমন্দির :—
রেবতী ও মালতী দাসী আসীনা।

রেবতী।—মালতি ! মনে পড়ে ? কেমন, হয়েছে ত ? আমি যা বলেছিলুম, তাই হয়েছে কি না ?

মালতী।—হয়েছে। আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক্ তাই হয়েছে। পটে যে রূপ দেখেছিলেম, এখন তার চেয়ে শতগুণ সুন্দরী দেখতে পাচ্ছি। বেশ হয়েছে, যেমন যুবরাজ, তেম্‌নি বসন্তকুমারী। যথার্থ রাজমহিষি ! বেশ মিলেছে। মহারাজ ! এই বিবাহে বড়ই খুসি হয়েছেন। আবার শুন্‌লুম, যুবরাজকে রাজা কোর্‌বেন। তাই নিয়ে পাড়ার মেয়েরা সুদ্ধ আমোদ কোচ্ছে। যুবরাজ রাজা হবেন শুনে আরও খুসি হয়েছে। সকলেই বলাবল কোচ্ছে, কাল আমাদের যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার রাজা হবে।

রেবতী।—তুই বসন্তকুমারীকে ভাল কোরে দেখেছিস ত ?

মালতী।—দেখেছি,—অমন সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখি নাই। পাড়ার মেয়েরা ত বসন্তকুমারীকে দেখে আহ্লাদে গোলে গোলে পড়্‌ছে। মহিষি! তোমায় কেন এমন দুঃখিত দেখ্‌ছি? তোমার কিসের দুঃখ? তুমি রাজরাণী, তোমার কিসের দুঃখ?

রেবতী।—মালতি! তুই আমার মনের ভাব জেনেও যে অমন্ কথা বল্‌ছিস্? আমার প্রাণে আর সয় না। নরেন্দ্র বিবাহ কোরে এসে মনের আনন্দে নব যুবতীর সঙ্গে সুখভোগ কোর্‌বেন, আর আমি তাই দেখ্‌বো, আমার প্রাণে তাই সহ্য হবে, আমি মনে মনে পুড়ে মর্‌ব? এ কখনই হবে না। (নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল পরে) আমি আজ্ এর একখান কর্‌বোই কর্‌বো। যুবরাজ রাজা হলে আর কোন উপায় থাক্‌বে না। যে আমার হলো না, তার উপর এত মায়া কেন? তার জন্য এত দুঃখই বা কেন? বসন্তকুমারী! তুই আমার সুখতরি ডুবালি। আচ্ছা, তোমার এ সুখের বাসা আজ্‌ই ভাঙ্‌বো,—ভাঙ্‌বোই—ভাঙ্‌বো। তখন দেখ্‌বে, রেবতী কেমন মেয়ে। যুবরাজ! তুমি আমার শত্রু, আজ্ তুমি আমার শত্রু! (বলিতে বলিতে অঙ্গের আভরণ ত্যাগ

এবং আলুলায়িত কেশে ধূলিশয্যায় শয়ন)

মালতী।—একি? এ কি কর? ওমা! তুমি এ কি কর? কথা বলতে বলতে এ আবার কি?

রেবতী।—তুই চুপ কোরে থাক্। তোর এত কথায় কাজ কি?

মালতী।—না, না, না, তুমি উঠ, মহারাজের অন্তঃপুরে আস্‌বার সময় হয়েছে, তুমি উঠ।

রেবতী।—না, আমি উঠ্‌বো না, তুই চুপ কোরে থাক্। রাজা এলে কোন কথা বলিস নে, যা বোল্‌তে হয়, আমিই বলবো।

(রাজা বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

মালতী।—(সভয়ে দূরে দণ্ডায়মান)

বীরেন্দ্র।—এ কি? (কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধে) বলি এ কি? মালতি! এ কেমন? (নিকটে যাইয়া) প্রিয়ে! তোমার কি হলো, তোমার এ দশা কেন? আমার প্রাণ ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি! কোন পীড়া হয়েছে? না না, তা নয়, অঙ্গের আভরণ যখন মাটীতে পড়ে আছে, তখন এ দুঃখের চিহ্ন? তোমাকে কি কেউ মন্দ বলেছে? না তাই বা কি করে হবে, কার জীবন ভার হয়েছে, বাঁচবার সাধ নাই যে, তোমায় মন্দ বলেছে। আমি ত

কিছু বলি নাই। আর কারই বা এমন সাধ্য যে রেবতীকে কটু উক্তি করে বেঁচে যাবে। যথার্থই কি তার প্রাণের মায়া নাই? এমন সাধ্য কার? প্রেয়সি! উঠ। তুমি আমার— (নিকটে যাইয়া) প্রিয়ে! (হস্ত ধরিয়া) ছি, এখনও চক্ষের জলে মাটী ভিজে যাচ্ছে, বীরেন্দ্র সিংহ বর্ত্তমান্ থাক্‌তে তোমার চক্ষের জল পোড়্‌ছে? বীরেন্দ্রসিংহের মহিষীর চক্ষে জল পোড়্‌ছে?—যদি যথার্থই তোমায় কেউ কোন কথা বলে থাকে, তবে তুমি তার কেবল নামটি মাত্র বল। দেখ, তোমার সম্মুখেই এই দণ্ডেই এই অসি দ্বারা সে দুরাত্মার শিরশ্ছেদন কর্‌বো। প্রিয়ে! উঠ, আর আমায় কষ্ট দিও না।

রেবতী।—(ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি দেহে আর প্রাণ রাখ্‌বো না। তুমি দেখ, তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ কোচ্ছি, দাঁড়াও, তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করি।

বীরেন্দ্র।—তোমার পায় ধরি, তোমার জীবনে এতঘৃণা কিসে হলো? স্পষ্ট কোরে বলো। আমি বীরেন্দ্র, যদি তার কোন প্রতিফল না কর্‌তে পারি, তবে তুমি একা মর্‌বে কেন, আমিও তোমার সহগামী হব। তুমি আমার—তুমি মর্‌বে কেন?

রেবতী।—মহারাজ! সে বড় ভয়ানক কথা। আমি সে কথা মুখে আন্‌তে পারি না। আমার মরণই ভাল। পুত্রের এই কাজ! আমি নয় বিমাতাই হোলেম। তাই বোলে কি তিনি আমায় কোন মন্দ কথা বল্‌তে পারেন? এই কি ধর্ম্ম? ধর্ম্ম! তুমি কোথায়! আমি এ প্রাণ রাখ্‌বো না। পুত্র হয়ে আমায় এমন কথা বল্‌তে পারে? ছি ছি প্রাণে ধিক্! নারীকুলে ধিক্! তোমার মত রাজারে শত ধিক্! আমি তোমার রাণী হয়ে আবার তোমারই পুত্রমুখে—শুন্‌তে হলো। হায়! হায়! প্রাণ বেরোও, আর কষ্ট দিও না। নরেন্দ্রের দুষ্ট অভিসন্ধির কথার ভাব শুনেও কি তোমার ঘৃণা হয় নাই? তোমায় শত ধিক্! তুমি এতক্ষণ যে দেহে আছ সে দেহকেও ধিক্!

বীরেন্দ্র।—প্রিয়ে! আর বলো না। আর বল্‌তে হবে না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। এখনই চক্ষে দেখ্‌তে পাবে, বীরেন্দ্রর ক্ষমতা আছে কি না? তুমি স্থির হও। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, এই অসি দ্বারা তোমার সম্মুখেই দুর্ব্বৃত্ত কুলাঙ্গারকে এখনই দুই খণ্ড কর্‌বো। বড় লজ্জার কথা! পুত্রের এই কাজ? (ক্রোধস্বরে) নগরপাল, নগরপাল!

রেবতী।—মহারাজ! অন্তঃপুরমধ্যে নগরপাল কোথায়?

বীরেন্দ্র—আমি হতজ্ঞান হয়েছি ! মালতি ! তুই শীঘ্রই নগরপালকে ডেকে আন্।

(মালতীর প্রস্থান)

রেবতী—হায় হায় ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল। রাজরাণী হয়ে এই হলো। সকলের কাছে মাননীয় হব, লোকের নিকট আদরিণী হব, সুখে থাক্‌বো, বলেই পিতা মাতা রাজরাণী করে দিয়েছিলেন, হায় হায় ! শেষে অদৃষ্টে এই হলো। মহারাজ ! (রোদন স্বরে) আমার বাঁচ্‌বার আর সাধ নাই।

বীরেন্দ্র—কেন এত দুঃখ কচ্ছো দেখ, তোমার সম্মুখেই দুরাত্মার উচিত শাস্তি কোচ্ছি। আর কেঁদো না, আমার মাথা খাও, আর কেঁদো না। তোমার চক্ষের জল আমি আর দেখ্‌তে পারি না।

রেবতী।—(কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে) মহারাজ ! ছি ছি ! বড় ঘৃণার কথা ! আপনার কোন অপরাধ নাই, আমার মাথা আমিই খেয়েছি ! নরেন্দ্রকে অন্তঃপুরে ডেকে এনে শেষে এই ফল হলো ! মহারাজ ! ও দুরাচারের মাথা কেটে তুমি তোমার হাত অপবিত্র করো না, কখনই করো না, আমি বল্‌ছি, আমার সম্মুখে কুলাঙ্গারকে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশের অনুমতি কর। ওর মৃত দেহ যেন আর চক্ষে দেখ্‌তে না

হয়। যদি আপনার আজ্ঞা অবহেলা করে, তবে হাত পা বেঁধে আগুনে ফেলে দেও, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অস্ত্রে হবে না, জলে হবে না, কিছুতেই হবে না, অনলই এর যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। এই যদি পারেন, তবে আমায় পাবেন, নচেৎ পুত্রের মায়া করেন, তবে আমার মায়াও ত্যাগ করুন।

বীরেন্দ্র।—ছি! তুমি এ কথা মুখেও এনো না, তুমি আমার প্রাণ, তোমার মায়া ত্যাগ কোল্লে আমার শূন্য দেহে ফল কি? আর আমিই বা কি কোরে বাঁচ্‌বো? তুমি কখনও অমন কথা মুখে এনো না। অমন দুরাচার কু-সন্তানের মুখ দেখ্‌তে আছে? আমি কি পুনরায় ওকে পুত্র বোলে সম্বোধন কর্‌বো? স্পষ্টই বল্‌ছি, যাতে তোমার দুঃখ নিবারণ হয়, তুমিই তাই কর।

(নগরপালের সহিত মালতীর পুনঃ প্রবেশ)

মালতী।—(করযোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) মহারাজ! নগরপাল উপস্থিত।

বীরেন্দ্র।—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) নগরপাল! নরেন্দ্রকুমারকে যে অবস্থায় দেখ্‌বে, সেই অবস্থাতেই হস্তপদ বন্ধন কোরে আমার কাছে নিয়ে এস।

[নগরপালের প্রস্থান।

পট ক্ষেপণ।

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি।

ইন্দ্রপুর;—যুবরাজ নরেন্দ্র ও বসন্তকুমারীর
শয়নঘর;—যুবরাজ ও বসন্তকুমারী
আসীন।

নরেন্দ্র।—প্রিয়ে! তুমি যে বাসর-গৃহে বোলেছিলে, মনের কথা বল্‌বো, কৈ আর কিছুই যে বোল্লে না? এখনও কি সময় হয় নাই?

বসন্ত।—নাথ! আমি যে বল্‌বো বলেছি, সে ত বল্‌বোই; আপনাকেও একটি কথা বল্‌তে হবে। আপনি না বল্লে আমি বল্‌বো না। কখনও বল্‌বো না।

নরেন্দ্র।—প্রিয়ে! দেখ দেখি, এ কেমন কথা! তোমার কাছে কোন্ কথা আমার ছাপা আছে? মনের কথা এমন কি আছে যে, তোমায় গোপন কর্‌বো?

বসন্ত।—কি জানি, পুরুষের মন!

নরেন্দ্র।—আমি তেমন পুরুষ নই যে, উপযুক্ত স্ত্রীর নিকট কোন কথা গোপন রাখ্‌বো।

বসন্ত।—বল্‌বে ত? সত্য কোল্লে? বলি, এই যে পত্রখানি আমি তোমার বাক্‌সে পেয়েছি, এখানি কার লেখা? সই দেখ্‌ছি রেবতী, সে

কোন্ রেবতী যুবরাজ? লেখার ভাবে বোধ হচ্ছে, সে রমণী আমা হতেও আপনার যত্ন করে,—মনের সহিত ভাল বাসে। আপনি যে দিন যার হাতে পত্রখানি পেয়েছেন, তাও লিখে রেখেছেন। (নরেন্দ্র মস্তক হেঁট করণ) মাথা হেঁট কল্লে যে? বলো না, সত্য করেছ, সে কোন্ রেবতী?—আর কোন্ মালতী?

নরেন্দ্র।—আমি মিনতি কোচ্ছি, ও কথা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করো না, আর অন্য যা জিজ্ঞাসা কর্‌বে তাই বল্‌বো।

বসন্ত।—না না, তা হবে না, আপনি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, বলুন, না বোলে কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোর্‌বেন?

নরেন্দ্র।—যথার্থই শুন্‌বে।

বসন্ত।—শুন্‌বই, না শুন্‌লে ছাড়্‌বো না।

নরেন্দ্র।—আর কোন্ রেবতী, বুঝ্‌তেই পাচ্ছ। মালতী দাসীকেও চিনেছ, আর বেশী বোল্‌তে পারিনা।

বসন্ত।—(আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি? কি কথা! এমন! ছি ছি! নারীকুলে এখনও এমন আছে? ধিক নারীর জীবনে! (গালে হাত, নিস্তব্ধ)

নরেন্দ্র।—প্রিয়ে! পত্রখানা খণ্ড খণ্ড কোরে ভস্মসাৎ কোরে দেও, কি জানি, দৈবাৎ আর কারো হাতে

পড়্‌লে একেবারে জীবন্মৃত হতে হবে। পত্রখান্ দেও। আমি পুড়িয়ে ফেলি।

বসন্ত।—(প্রদান) পত্র নিন্, কিন্তু পুড়িয়ে ফেল্‌বেন না। ছিঁড়েও ফেল্‌বেন না। আমার কথা রাখুন, পত্রখানা যত্নে বাক্সের মধ্যে পূরে রেখে দিন, কি জানি——কি হবে।

নরেন্দ্র।—আচ্ছা, তবে তোমার কথাই শুন্‌লেম। এখন থাক্, পরে সাবধানে রাখ্‌বো। প্রিয়ে! এখন তুমি তোমার কথা বল।

বসন্ত।—আমার আর কথা আছে! আমি অবাক হয়েছি!!

নরেন্দ্র।—যাও! ও সকল কথা মুখে এনো না, আর মনেও করো না, তুমি কি বোল্‌ছিলে তাই বল।

বসন্ত।—বাসর ঘরে যে পর্য্যন্ত বলেছি, তা বেশ মনে আছে?

নরেন্দ্র।—সে কি আর ভুলি?—অন্তরে গেঁথে রেখেছি।

বসন্ত।—তার পর মনে এই স্থির কোল্লেম, যদি আমার চিত্ত-অঙ্কিত রূপ সভায় নয়ন-গোচর না হয়, তবে সেই খানেই আত্মহত্যার দ্বারা প্রাণ ত্যাগ কোর্‌বো। এ দিকে বিবাহের দিন উপস্থিত হলো। আমি ভাব্‌তে ভাব্‌তে একবারে সারা হলেম। সখীরা,

—প্রতিবাসীরা,—শেষে পিতা এসে কত মতে প্রবোধ দিলেন, বসনভূষণ পর্‌তে অনুরোধ কল্লেন, আমার যে কেন বিরস ভাব, কেন যে দুঃখিত মনে আছি, তা ত কেউ জান্‌তেন না। মনের কথা কেবল মনেই জানে। বেশভূষা কর্‌তে আমার ইচ্ছা মাত্র ছিল না,—পিতার অনুরোধে বেশভূষা করে সভায় যেতে হলো, কিন্তু আমি তখন যে কি অবস্থায় ছিলাম, তা কিন্তু মনে নাই কে আমায় সঙ্গে করে যে কোন্ পথে উপস্থিত করেছিল তাও জানিনা পরে যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি পড়েছে, (মুখপানে চাহিয়া) এই বদনকমল দর্শন কোরেছি, আহ্লাদে সে সময় যে, কি করি, কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পারি নাই।

নরেন্দ্র।—তার পর ?

বসন্ত।—তার পর, এখন বল্‌তে হাসি পাচ্ছে, তখন কেঁদেছি। শেষে আর অপেক্ষা না করে কণ্ঠহার—

(নগরপালের প্রবেশ ;—যুবরাজকে বন্ধন)

বসন্ত।—নাথ !—নাথ ! আমার প্রাণ না— (মূর্চ্ছা)

নরেন্দ্র।—(কাতর স্বরে) নগরপাল ! একি ? কি কর মলেম !—প্রাণ গেল !

নগর।—চোপ্‌রাও! মহারাজকা হুকুম।

নরেন্দ্র।—উহু! উহু! আর সয় না,—বন্ধনজ্বালা আর সয় না। নগরপাল!—পিতা কি অপরাধে আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা কল্লেন! প্রাণ যে গেল! বন্ধন খুলে দেও, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি পালাব না। যাতনা আর সহ্য হয় না।

নগর।—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) মহারাজকা হোকম, তোমকো বাঁধ্‌কে লে যাগা।

নরেন্দ্র।—(কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে! সর্ব্বনাশ হয়েছে।—আমার অদৃষ্টে কি আছে,—বল্‌তে পারি না। কি জানি, যদি আর দেখা না হয়। একবার ওঠো।

বসন্ত।—(নেত্র উন্মীলন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ! তোমার এ দশা কেন?—তোমায় কে বেঁধেছে? (নগরপালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনরায় মূর্চ্ছা।)

নরেন্দ্র।—হায় হায়! এদুর্দ্দশা আর প্রাণে সয় না। নগরপাল! আমি মিনতি কর্‌ছি ক্ষণকাল-জন্য বন্ধন মুক্ত কর,—আমি বসন্তকুমারীকে সান্ত্বনা করি। বসন্তকুমারীর দশা আমার আর সহ্য হয় না।

নগর।—(কর্কশ স্বরে) সো হোগা নেই;

নরেন্দ্র।—(দণ্ডায়মান হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে ! তবে আমি বিদায় হই।

বসন্ত।—(ক্ষণকাল পরে) মনে করি, এইবার দেখ্‌লে বুঝি আর আর রোদন-বদনও দেখ্‌ব না ;--বন্ধন-দশাও দেখ্‌ব না। নাথ !—সেই আশায় কত বার চোক বুজ্‌লেম,—চাইলেম, তবু বন্ধনদশা! —সেই রোদন বদন !--বল ত তুমি কি অপরাধে অপরাধী ? হে রাজপুত্র ! তুমি কার কি মন্দ করেছ ? তুমি কার কি ধন চুরি করেছ ? তোমারে চোরের চেয়েও যে, কঠিন বন্ধনে বেঁধেছে !—(উপবেশন) সত্তি সত্তি যদি কোন অপরাধে অপরাধী হয়ে থাক, তবে তার প্রতি-শোধ কি ধনে হয় না ? তোমার পায় ধরি খুলে বল। তার প্রতিশোধ কি হবেনা। আমার সমস্ত অলঙ্কার দিচ্ছি, বহুমুল্য পট্ট বসন দিচ্ছি, আমার যে সম্পত্তি আছে, তাও দিচ্ছি, তাতেও যদি শোধ না হয়, আমার প্রাণ দিচ্ছি, তোমায় যেন কেউ কিছু বলে না। (নগরপালের প্রতি) তোমার কি কিছুমাত্র দয়া নাই ? যার নয়নজল পোড়্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—পাষাণও গোলে যায়; তোমার প্রাণ কি পাষাণের চেয়েও কঠিন ? রক্তমাংসের শরীর যে এমন, এ আমি কখন

দেখি নাই। কারো মুখেও শুনি নাই। হঠাৎ বন্ধনে নাথের বিরস বদন দেখেও কি তোমার অন্তরে দয়া হল না? ঐ মুখের কাতরস্বর শুনেও কি তোমার মন যেমন তেমনি থাকিল? কিছুই মায়া হলোনা? ঐ চক্ষের জল দেখে এখনও যে বিশাল-নয়নে চেয়ে রয়েছ, ধন্য তোমার কঠিন প্রাণ! (রোদন)

নরেন্দ্র।—রাজার আজ্ঞা, নগরপাল কি কর্‌বে?

বসন্ত।—কি?—রাজার আজ্ঞা!!!—তুমি এমনই কি অপরাধ করেছ যে, পিতা হয়ে পুত্রের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা কল্লেন?

নগর।—(হস্তস্থিত রজ্জু ধরিয়া যুবরাজকে আকর্ষণ) আর দেরি কর্‌ণে নেহি সাক্‌তা।

বসন্ত।—হায় হায়! প্রাণ যে গেল নগরপাল! তোমার পায়ে ধরি। আর অমন করে টেন না। এই কণ্ঠহার তোমায় দিচ্ছি, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর আমিও নাথের সঙ্গে যাব। (হার প্রদান)

নগর।—মহারাজকা হুকুম, ক্যা করে গা, (হার গ্রহণ, যুবরাজের বন্ধন মোচন)

নরেন্দ্র।—না--না, তুমি আমার সঙ্গে যেও না, এ হতভাগার সঙ্গে গিয়ে তুমি কেন অপমানী হবে! আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। তুমি ঘরে থাক!

বসন্ত।—তোমার এই দশা দেখে আমি ঘরে থাক্‌বো? তোমার মান চেয়েও কি আমার মান অধিক? তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। আমাদের দুজনকে দেখেও কি মহারাজের মনে একটু দয়া হবে না?

নরেন্দ্র।—(কাতর স্বরে) তুমি রাজার নিকটে যেও না, আমিই একা যাই।

বসন্ত।—মিনতি করে বল্‌ছি, এই দুটি চরণ ধোরে প্রার্থনা কোচ্চি, (পদ ধারণ) আমায় নিয়ে চলুন।

নরেন্দ্র।—যদি একান্তই যাবে, তবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে গান)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

মিছে কেন মিছে ভবে এত অহঙ্কার।—
ভাবিতে কি হবে ভবে হেন সাধ্য কার॥
ছিলাম রমণী সনে,
প্রেম-রসে আলাপনে,
মিছে প্রণয় বন্ধনে,
করি হাহাকার।

মনে ছিল যত আশা,—
সকলি হলো নিরাশা,
ভাঙ্গিল আশার বাসা,
হেরি অন্ধকার।ঃ—
আমার যুগল করে,
কঠিন বন্ধন করে,
পরাণ কেমন করে,
বাঁচি নে যে আর॥

তৃতীয় রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর ;—রেবতীর শয়নমন্দির ;—রেবতী মালতী বীরেন্দ্রসিংহ, বৈশাম্পায়ন, নরেন্দ্র, বসন্তকুমারী নগরপাল, প্রতিহারী প্রভৃতি উপস্থিত।

বীরেন্দ্র।—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) রে দুরাত্মা! রে কুলাঙ্গার! তুই এখনও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছিস্? তুই না পণ্ডিত হয়েছিলি? নানাশাস্ত্রে বিশারদ হয়েছিলি? তার ফল বুঝি এই ফল্লো? তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, ধর্ম্ম বলেও তোর ভয় হলো না? রে পাপাত্মা! তোর মুখ দেখ্‌লেও প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হয়। এই অসি দ্বারা (অসি প্রদর্শন) স্বহস্তেই তোর মস্তক ছেদন কর্‌তেম, তা কোর্‌বো না। তুই যে পাপ করেছিস্, তোর মাথা কেটে কি পবিত্র হস্তকে অপবিত্র কোর্‌ব? তোর শোণিতাক্ত শির মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয়ে কি ইন্দ্রপুরের গৌরব লোপ কোর্‌বে? বীরেন্দ্র সিংহের রাজপুরীর মহত্ত্ব যাবে? তোর পক্ষে এই দণ্ডাজ্ঞা যে, ঐ প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করে আত্মা বিসর্জ্জন কর্। যদি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিস্,

তবে এই দণ্ডেই তোর হস্তপদ বন্ধন করে এই জ্বলন্ত আগুণে নিক্ষেপ কর্‌বো।

নরেন্দ্র।—পিত! আমার হস্তপদ বন্ধন করে আগুণে ফেল্‌তে হবে না। আপনি যখন আজ্ঞা করেছেন, তখন সে আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে আসন্নকালে এই নিবেদন, আমি কি অপরাধে অপরাধি, সেইটি শুন্‌তে চাই। যদি কোন অপরাধও না করে থাকি, আর আপনি ইচ্ছা করে আমায় অনলে আত্ম সমর্পণ কোত্তে অনুমতি কর্‌ছেন, তাও বলুন। আমি সন্তোষ হৃদয়ে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করে পুত্রের কাজ কচ্ছি।

বৈশ —যুবরাজ! আপনি রাজমহিষীর পবিত্র সতীত্বের নিকট অপরাধী, সুতরাং আপনি দণ্ডনীয়। মহারাজ রাণীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন, অদ্যই আপনার প্রাণ বিনাশ করে সমুচিত দণ্ডবিধান করবেন।

নরেন্দ্র।—(নিস্তব্ধ) হা ভগবন্! (বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে! আর কেঁদো না এ কাঁদ্‌বার সময় নয়। কাঁদ্‌লে আর কি হবে পিতার আজ্ঞা! তুমি আমায় জন্মশোধ বিদায় দেও পিত! আমি বিদায় হলেম!—মা রেবতি! আমারে জন্মের মতন বিদায় দিন!

বসন্ত।— (সরোদনে) নাথ! আমি যে চিরসঙ্গিনী, যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব! (রোদন)

নরেন্দ্র।—প্রিয়ে! সে কি কথা? তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার নাই? আমি জন্মের মত বিদায় হোচ্ছি।

বসন্ত।—(উচ্চ রোদনে) তা কখনই হবে না।—বসন্তকুমারী তোমারে কখনই প্রাণ থাক্‌তে অসহায় হয়ে অনলে প্রবেশ কোত্তে দেখ্‌বে না। আগে আমিই আগুনে ঝাঁপ দিব। এও কি কখনও হয়, যে, পতির মরণ স্বচক্ষে দেখে সতী স্ত্রী জীবনধারণ করে থাকে? নাথ! এই দেখুন, সেই বিবাহের রাত্রের অলঙ্কার অঙ্গেই আছে, পায়ের আল্‌তা পায়েই আছে, সিঁতার সিঁদূরও মলিন হয়নি, এই বেশেই পতির সঙ্গে অনলে প্রবেশ কর্‌বো। মিনতি করে বল্‌ছি, চিরসঙ্গিনী অভাগিনীর চক্ষের পথে একবার দাঁড়াও, আমি তোমার সম্মুখে ঐ জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করি!

নরেন্দ্র।—তবে প্রস্তুত হও।

বসন্ত।—আমি প্রস্তুত আছি। কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা।

নরেন্দ্র।—(পিতৃ চরণে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়া) পিত! বিদায় হলেম!

বীরেন্দ্র।—পামর! তুই আমায় স্পর্শ করিস না। কখনই করিস্ না।

নরেন্দ্র।—(ম্লান মুখে) মন্ত্রিবর! নরেন্দ্র অদ্য জন্মের মত বিদায় প্রার্থনা কর্‌ছে। মন্ত্রিবর! আপনি শৈশব কাল হতে আমায় যে এত স্নেহ করেছেন, হতভাগা দ্বারা তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না। সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন, আর প্রিয়বন্ধু শরৎকুমারকে বল্‌বেন, নরেন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনে অনলে আত্ম বিসর্জ্জন করেছে! (শরৎকে উদ্দেশে) প্রিয় মিত্র শরৎ! মরণ সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলো না? মনের কথাও বল্‌তে পাল্লেম না। মিত্র! অজ্ঞাতে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, মার্জ্জনা কর। বন্ধু ভেবে কোন দিন যদি কিছু রূঢ় কথা বোলে থাকি, মার্জ্জনা ক'রো! পুরবাসিগণ, জননী মৃত্যুসময় তোমাদের হাতেই আমায় সোঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি তোমাদের কিছুই উপকার কর্‌তে পাল্লেম না, মার্জ্জনা করো! মা! রেবতি! বিদায় হই! জন্মের মত বিদায় হই। পিত! মাতৃহীন নরেন্দ্র আজ জন্মশোধ বিদায় হলো। (পদদ্বয় গমন এবং পুনরায় পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া রাজার প্রতি) পিত!—

(বসন হইতে পত্র লইয়া) এই পত্রখানা এক-
বার পাঠ করবেন : (পত্র দান)

(বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে
অনলে প্রবেশ)

বীরেন্দ্র ।—(পত্র হস্তে করিয়া) নরাধমের পত্র
পড়্‌বো ? না, পড়্‌বো না । ও পাপাত্মার পত্র
হাতে করাই অন্যায় হয়েছে । (ছিন্ন করিতে
উদ্যত)

বৈশ ।—(কর-যোড়ে) মহারাজ ! পত্রখানা নষ্ট কর্‌-
বেন না । যুবরাজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য
করে অনলে আত্ম-সমর্পণ কল্লেন । তাঁর প্রতি
আর কোপ কেন ? তাঁর পত্র পড়্‌তে হান্‌ কি ?
একবার দৃষ্টি করুন । অবশ্যই কোন কারণ
থাক্‌তে পারে ।

বীরেন্দ্র—(পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠান্তে মালতীর
প্রতি দৃষ্টিপাত) মালতি !

মালতী ।—(ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার পদধারণ)
দোহাই ধর্ম্মাবতার ! আমি কিছু জানি না ।
আমার কোন অপরাধ নাই । রাণী এই পত্র
লিখে যুবরাজের হাতে আমায় দিতে বলে-
ছিলেন, তাই আমি দিয়েছি । দোহাই ধর্ম্মের !
আমি আর কিছু জানি না । যে দিন রাণী

পত্র লেখেন, সেই দিন আপনি এই পত্র রাণীর থেকে কেড়ে নিয়ে ছিলেন। আবার আপনি ফিরিয়ে দিলেন। আমি আর কিছু জানি না। আজ যুবরাজ রাণীর সঙ্গে কোন কথা কওয়া দূরে থাক, অন্তঃপুরেই আসেন নাই। মিছে মিছি একটা ছল করে গায়ের গহনা খুলে মাটীতে পড়ে ছিলেন।

রাজা।—(আর্ত্তস্বরে) নরেন্দ্র !—আমার নরেন্দ্র !— বিনা অপরাধে !—আমার নরেন্দ্র !——— নরেন্দ্রের কোন অপরাধ নাই! হায়! হায়! দুশ্চারিণী রেবতীর ছলনায় আমার নরেন্দ্রকে!— প্রাণের নরেন্দ্র !———ওরে পাপীয়সি! রে পিশাচি !—তোর শাস্তি—(সজোরে তরবারি আঘাত)

রেবতী—(ভূতলে পতিত) যুবরাজ আমিই তোমার জীবন-নাশের মূল। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে।—হ—য়ে—ছে—যু—ব—রা—জ !

(প্রাণত্যাগ)

বীরেন্দ্র।—(সরোদনে) মন্ত্রিবর! পিশাচিনীর শাস্তি হয়েছে! হায় হায়! আমার কি হলো! আমি কোথা যাব! আমার নরেন্দ্র! নরেন্দ্র!!! আমি তোকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি! হায়

হায়! কি অধর্ম্মের কাজ করেছি! বিনা-পরাধে বিনা দোষে আমার কুল-তিলককে,—আমার বংশের শিরোমণিকে,—আগুনে পুড়ে মাল্লেম! হায় হায়! আমি কি পাষণ্ড,—কি নিষ্ঠুর,—প্রাণাধিকা বসন্তকুমারীর প্রতি ফিরেও চাইলাম না! মা আমার নরেন্দ্রের সঙ্গেই—অনলে প্রবেশ কল্লেন! আমি সেদিগে ফিরেও চাইলাম না। ধিক্ আমার জীবনে! (মন্ত্রীর হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) মন্ত্রিবর! আমার কি হবে? আমি কোথা যাব? আমি দুর্ম্মতি রেবতীর কথায় ভুলে প্রাণাধিক সন্তানের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ কল্লেম! মায়াবিনীর মায়ায় ভুলে পুত্রের মায়া বিসর্জ্জন কল্লেম! হায় হায়! দুশ্চারিণীর হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিয়েও পড়ি নাই, আমার মত নরাধম নির্ব্বোধ আর কে আছে? আমার মত পামরের মুখ দেখ্‌তে নাই! মন্ত্রিবর!—আমার নরেন্দ্র কি যথার্থই আগুনে পুড়েছে! নরেন্দ্র! হা নরেন্দ্র!! (পতন ও মুর্চ্ছা)

মন্ত্রী —(জল সেচন) এখন দুঃখ কল্লে আরকি হবে?

বীরেন্দ্র।—(কিঞ্চিৎ পরে চেতন পাইয়া) হা! আমার প্রাণ এখনও পাপ দেহে রয়েছে! নরেন্দ্রই

যদি প্রাণত্যাগ কল্লে, তবে আমার জীবনে ফল কি ? এ পাপাত্মার জীবনে ফল কি? হায় হায়! কি বলেই বা দুঃখ করি! কোন্ মুখেই বা নরেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করি! মন্ত্রিবর! যথার্থই কি আমার নরেন্দ্র জীবিত নাই! সত্য সত্যই কি আগুনে পুড়ে মরেছে! আমি সেই আগুন দেখব! আর সহ্য হয় না! (শিরে করাঘাত করিতে করিতে গমন) হায়! হায়! এই আগুনে পুড়ে আমার নরেন্দ্র মরেছে! (অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) অগ্নিদেব!—আমার নরেন্দ্র দাও!--প্রাণাধিক নরেন্দ্র!--নিরপরাধী শিশু!—আমার নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও! নরেন্দ্র! প্রাণের নরেন্দ্র! বিনা দোষে বিনা অপরাধে প্রাণের নরেন্দ্রকে আগুনে—হায়! হায়! প্রাণের সন্তানকে আগুনে--কুহকিনী--মায়াবিনীর ছলনায় প্রাণের সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে মার্‌লেম। উহু! কি নিদারুণ কথা—দুশ্চারিণীর পত্র-খানা হাতে করেও সে সময় পড়ি নাই, কি কুহক—সত্যই কুহকিনী আমাকে কুহক-জালে আবদ্ধ করেছিল! ধিক আমাকে! ধিক আমাকে! বাছা নরেন্দ্র! কোলে আয়! আর সহ্য হয় না, বাপ কোলে আয়। (অগ্নি প্রবেশ)

মন্ত্রী।—হায়! হায়! একি হইল। কি সর্ব্বনাশ হইল (শিরে করাঘাত করিতে করিতে) হায়! "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" (শীরে করাঘাত করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)

সম্পূর্ণ।